বন ও পঞ্চায়েত

বন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ

প্রধান মুখ্য বনপাল (সমগ্র বনবল শীর্ষ)
অরণ্য ভবন
ব্লক-এল. এ. ১০-এ, সেক্টর-৩
সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯৮

মুখবন্ধ

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ন। আবার বন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এই ব্যাপারে সেতুবন্ধনের কাজ করে আসছে। বনবিভাগের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে আজ বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির ''বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি'' বন, বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বনবিভাগের আইন, কানুন, নিয়ম, বিধির পরির্বতন হচ্ছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বনবিভাগের বিভিন্ন আইনের প্রধান প্রধান অংশ বাংলায় অনুবাদ করে বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। আইন সংক্রান্ত ব্যাখায় কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে মূল আইনটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আশাকরি, এরফলে বনপ্রান্তের মানুষের মধ্যে বনের আইনকানুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া যাবে এবং সকলের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের অনুপম বন, বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হবে।

(নবীনচন্দ্র বহুগুনা)
প্রধান মুখ্যবনপাল (সমগ্র বনবল শীর্ষ)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪
অরণ্যভবন, সল্টলেক

বিষয় সূচি

১।	ভারতীয় বন আইন - ১৯২৭	০১
২।	অরণ্য সংরক্ষণ আইন - ১৯৮০	০৮
৩।	অরণ্য সম্পদ স্থানান্তরণ নিয়মবিধি - ১৯৫৯	০৯
৪।	পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য (করাতকল ও অন্যান্য কাষ্ঠ-ভিত্তিক শিল্পের স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত) বিধি - ১৯৮২	১০
৫।	বন্যপ্রাণ (সুরক্ষা) আইন - ১৯৭২	১১
৬।	বন্য প্রাণী দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি জনিত ক্ষতিপূরণ	১৩
৭।	পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (অবনাঞ্চল অঞ্চলে রক্ষণ ও সংরক্ষণ) আইন - ২০০৬	১৪
৮।	তফশিলি আদিবাসী ও অন্যান্য ঐতিহ্যশালী অরণ্যবাসী (বন অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬	১৮
৯।	পরিবেশ উন্নয়ন কমিটির গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব - ১৯৯৬	২১
১০।	জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং (দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল এলাকা ছাড়া) মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও হুগলীতে অবস্থিত জে. এফ. এম. কমিটির গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব	২৬
১১।	দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে যৌথ বন পরিচালন কমিটির উপর প্রস্তাব	৩১
১২।	সারিবদ্ধ বন হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলী	৩৬

চতুর্থ প্রচ্ছদ ঃ- বনমহোৎসব - ২০১৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাজ্যস্তরে পোষ্টার প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত পোষ্টার

ভারতের অরণ্য আইন ১৯২৭
(পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন ১৯৮৮ সহ)

ধারা-২ (৪) ঃ বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত

(ক) নিম্নে উল্লেখিত সামগ্রী যা বনে পাওয়া যাক বা না যাক, বন থেকে আনা হোক বা না হোক, অর্থাৎ ঃ কাঠ, কাঠকয়লা, খয়ের, কাষ্ঠ-তেল, রজন, স্বাভাবিক বার্নিশ, গাছের ছাল, লাক্ষা, মহুয়া বীজ প্রভৃতি এবং

(খ) নিম্নে উল্লেখিত সামগ্রী যা বনে পাওয়া যায় বা বন থেকে আনা হয়, অর্থাৎ ঃ-

(অ) গাছ ও পাতা, ফুল ও ফল, গাছের অন্যান্য অংশ বা সামগ্রী যা আগে এখানে উল্লেখিত হয় নি।

(আ) চারা সকল যা গাছ নয় (যার অন্তর্ভুক্ত ঘাস, লতানে গাছ, খাগড়া, শ্যাওলা, পানা) এবং এরূপ উদ্ভিদের সকল অংশ-বা বস্তু।

(ই) বন্য পশু এবং চামড়া, হাতির দাঁত, শিং, হাড়, পশম, রেশম-গুটি, মধু ও মোম এবং পশুর অন্যান্য সকল অংশ।

(ঈ) পীট (বা, মাটির চাপড়া), ভূতলের মাটি, পাথর ও খনিজ দ্রব্য (চুনা পাথর, লালমাটি, খনিজ তেল এবং খনি ও শেল্টে পাথরের খনিজ সকল উৎপাদিত সামগ্রী সহ)।

সংরক্ষিত বনে নিষিদ্ধ আইন ঃ-

ধারা-২৬ ঃ

১) যে কোনও ব্যক্তি যিনি - (ক) ধারা ৫-এ নিষিদ্ধ কোন বনাঞ্চলের গাছ কাটেন

(খ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগুন লাগান, বা এই তরফে রাজ্য সরকারের করা কোনও বিধান লঙ্ঘন করে আগুন ধরান বা কোনও আগুন ধরার স্থান ত্যাগ করেন এমনভাবে যে সেই বনাঞ্চল বিপন্ন হয়;

বা যিনি সংরক্ষিত অরণ্যে ঃ-

(গ) বিশেষ মরশুমের জন্য বন আধিকারিকের প্রজ্ঞাপিত আদেশ নামা ছাড়া আগুন ধরান, আগুন রাখেন বা বহন করেন;

(ঘ) অনধিকার প্রবেশ করান বা গোরু ছাগল চরান বা গোরু ছাগলদের চরার জন্য ছেড়ে দেন;

(ঙ) কোনও গাছ কাটা বা কাঠ কাটা বা তা টেনে নিয়ে যাওয়ায় ব্যাপারে উপেক্ষা দেখিয়ে কোনও ক্ষতি ঘটান;

(চ) কোনও গাছের অংশ ছেঁটে বা কর্তন করে বা পুড়িয়ে দেন বা গাছের ছাল বা পাতা কাটেন বা অন্য রকমভাবে গাছের ক্ষতিসাধন করেন;

(ছ) পাথর খনন করেন, কোন দ্রব্য/সামগ্রী উৎপাদনের জন্য চুনাপাথর সংগ্রহ করেন/কাঠ কয়লা জ্বালান বা বনজ সম্পদ সংগ্রহ করেন বা সরিয়ে ফেলেন;

(জ) চাষের জন্য জমি পরিষ্কার করেন;

(ঝ) এই তরফে রাজ্য সরকারের করা কোনও বিধি লঙ্ঘন করে বন্দুক চালান, মাছ ধরেন, জল বিষাক্ত করেন বা ফাঁদ পাতেন;

(ঞ) যে কোনও অঞ্চলে যেথায় হস্তী সংরক্ষণ আইন, ১৮৭৯ (১৮৭৯-র ছয়) প্রযোজ্য, সেখানে হাতি হত্যা করেন বা ধরেন এরূপ কৃত যে কোনও আইন ভঙ্গ করা হয়, তবে এক বছর পর্যন্ত কারাবাস বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই দন্ডনীয় হবে। অধিকন্তু বনের সম্পত্তির জন্য বিচারকারী আদালত যা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেবে-তা গণ্য হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ঃ-

মূল আইনের ধারা ২৬-এর

(অ) উপধারা (১) তে উল্লিখিত শব্দগুলি ''ছয় মাস বা জরিমানা যা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হতে পারে''-এর পরিবর্তে ''এক বৎসর জরিমানা বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে'' হবে।

(আ) উপধারা (১) এর পরে নিম্নলিখিত উপধারা সংযোজিত হবে —

(১অ) (অ) বনাধিকারিক যে কোন ব্যক্তিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোন জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারেন, যদি সেই ব্যক্তি সেই বনাঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করেন বা গোচারণ করান বা গবাদি পশুকে অনধিকার প্রবেশ করান বা চাষের উদ্দেশ্যে সেই বনাঞ্চলের জমি প্রস্তুত করেন। বনাধিকারিক কোন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কোন ব্যক্তির তৈরী করা বাড়ি ভেঙে ফেলতে পারেন।

(আ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জমিতে কোন ব্যক্তি কৃষিজ বা অন্য ফসল চাষ করলে বা বাড়ি তৈরী বা কোন নির্মাণ কাজ করলে, সেই ব্যক্তি বিভাগীয় বনাধিকারিকের আদেশ বলে অভিযুক্ত হবার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

প্ররক্ষিত বনের জন্য বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা ঃ-

ধারা-৩২ ঃ- নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারেন; যেমন ঃ-

(ক) প্ররক্ষিত অরণ্য থেকে গাছ ও কাঠ কাটা, চেরাই করা ও সরিয়ে নেওয়া এবং বনজ দ্রব্য সংগ্রহ, উৎপাদন ও সরিয়ে নেওয়া,

(খ) নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গাছ, কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য প্ররক্ষিত বনাঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রাম, শহরের অধিবাসীদের লাইসেন্স মঞ্জুর করা ও এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক লাইসেন্সের উৎপাদন ও ফেরৎ,

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে এরূপ অরণ্য থেকে গাছ বা কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ কর্তনকারী বা অপসারণকারী ব্যক্তিকে লাইসেন্স মঞ্জুর,

(ঘ) এরূপ গাছ কাটা, বা সংগ্রহ করা বা এরূপ কাঠ বা অন্যান্য বনজ-সম্পদ অপসারণ করার জন্য অনুমতির জন্য ক্লজ (বি) ও (সি)-তে উল্লেখিত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোনও অর্থ পরিশোধ,

(ঙ) এরূপ গাছ, কাঠ ও বনজসম্পদের প্রসঙ্গে যদি তাদের কোনও অর্থ প্রদান করার থাকে এবং স্থানগুলি যেখানে এরূপ অর্থ প্রদান করা হবে,

(চ) এরূপ অরণ্যের বাহিরে চলে যাওয়া বনজ সম্পদের পরীক্ষা,

(ছ) এরূপ অরণ্যে জমি কৃষিকাজ বা অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য পরিষ্কারকরণ ও টুকরো টুকরো করা,

(জ) এরূপ অরণ্যে পড়ে থাকা কাঠের এবং ধারা ৩০-এর অনুসারে সংরক্ষিত বৃক্ষের আগুন লাগা থেকে সুরক্ষা,

(ঝ) এরূপ অরণ্যে ঘাস কাটা ও গোরু ছাগল চরা,

(ঞ) এরূপ অরণ্যে, শিকার, বন্দুক চালানো, মাছ-ধরা, জল বিষাক্ত করা ও ফাঁদ পাতা এবং এরূপ বনাঞ্চলে হাতি মেরে ফেলা বা ধরা যেখানে হস্তী সংরক্ষন আইন ১৮৭৯-র ৬) চালু নয়,

(ট) ধারা ৩০ অনুসারে সুরক্ষা এবং বন্ধ অরণ্যের কোনও অংশের ব্যবস্থাপন এবং

(ঠ) ধারা ২৯-এ উল্লেখিত অধিকারের ব্যবহার।

ধারা-৩০ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি বা ধারা-৩২ অনুসারে বিধিগুলির লঙ্ঘনকারী কাজের জন্য শাস্তি।

ধারা-৩৩ ঃ ধারা ২০ অনুযায়ী প্রকাশিত আদেশনামা বা ধারা ৩২ অনুযায়ী গঠিত বিধি লঙ্ঘনকারী কাজের জন্য শাস্তি ঃ

(১) যে কোনও ব্যক্তি যিনি নিম্নে উল্লেখ মতো কোনও অপরাধ করেন, যেমন -

(ক) ধারা ৩০ এ বর্ণিত নিষেধের বিরুদ্ধে কোনও গাছ কাটা, চেরাই করা বা পুড়িয়ে ফেলা, বা এরূপ গাছের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া বা পাতা ছিঁড়ে নেওয়া বা গাছের অন্য ভাবে ক্ষতি করা,

(খ) ধারা ৩০ অনুযায়ী নিষেধের বিরুদ্ধে পাথরের খাদান কাটে বা চুন বা কাঠকয়লা পোড়ায়, বা সংগ্রহ করে বা যে কোনও বনজ সম্পদ অপসারণ করে,

(গ) ধারা ৩০ অনুযায়ী কোনও নিষেধের বিরুদ্ধে চাষের জন্য বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কোনও প্ররক্ষিত অরণ্যের জমি খন্ড খন্ড করে বা পরিষ্কার করে,

(ঘ) ধারা ৩০ অনুসারে সংরক্ষিত গাছে আগুন ছড়িয়ে যাবার ব্যাপারে যথেষ্ট পূর্ব সাবধানতা অবলম্বন না করে এরূপ অরণ্যে আগুন লাগায় বা আগুন জ্বালায় এবং এটি পতিত গাছ বা দন্ডায়মান গাছ বা কর্তিত বৃক্ষের ক্ষেত্রে বা এরূপ অরণ্যের কোনও বদ্ধ অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

(ঙ) এরূপ গাছের কাছাকাছি বা বদ্ধ অংশে আগুন জ্বালিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করা,

(চ) যে কোনও বৃক্ষ কেটে ফেলে বা উপরিউক্ত প্ররক্ষিত বনের যে কোনও বৃক্ষের ক্ষতি করে কাঠ টেনে নিয়ে যাওয়া,

(ছ) এরূপ গাছের ক্ষতি করতে গোরু বাছুর চরার জন্য ছেড়ে দেয়,

(জ) ধারা ৩২ অনুসারে করা কোনও বিধি লঙ্ঘন করলে পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী অনুযায়ী এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড হতে পারে বা ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে বা জেল ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

ধারা-৩৩/১এ ঃ- এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত শাস্তি সত্ত্বেও বনাধিকারিক সেই ব্যক্তিকে যে কোনও প্ররক্ষিত বনাঞ্চলের জমি থেকে উৎখাত করতে পারেন যিনি ধারা ৩০ অনুসারে কোনও নিষেধ অগ্রাহ্য করে চাষের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ঐ জমি পরিষ্কার করে প্রস্তুত করেন।

ধারা-৫১-এ(১) ঃ- রাজ্য সরকার বিধি তৈরি করতে পারে যে ব্যাপারে -

(অ) করাত কল ও অন্যান্য কাষ্ঠনির্ভর শিল্প সংস্থার লাইসেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ অন্যভাবে (এবং এজন্য ফি-প্রদান) প্রনিয়ম ও সংস্থার ব্যবস্থা করা, এবং সেই নিয়ম সেই সকল কারখানার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নীচে উল্লেখিত দ্রব্য উৎপাদন ও তৈয়ারিতে রত ঃ-

(ক) খয়ের কাঠ থেকে প্রস্তুত কাথা বা কাছ

(খ) প্লাইউড, ভিনিয়ার ও কাঠের প্যানেল

(গ) দেশলাই বাক্স ও দেশলাই কাঠি উৎপাদন

(ঘ) বাক্স, কাঠের তৈরি প্যাকিং বাক্স

(ঙ) বনজ দ্রব্য ভিত্তিক এরূপ অন্যান্য বস্তু যা রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে আদেশনামা দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে।

২। এই ধারা অনুসারে কোনও বিধি লঙ্ঘন করার জন্য রাজ্য সরকার এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের জেল বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই শাস্তি হিসাবে ব্যবস্থা নিতে পারে।

বাজেয়াপ্ত বা আটক করার ক্ষমতা ঃ-

ধারা-৫২ (১) ঃ- যখন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে বনসংক্রান্ত অপরাধ হয়েছে, তবে ঐ অপরাধে ব্যবহৃত সব যন্ত্রপাতি সহ, দড়ির চেন, নৌকা বা এরূপ অপরাধে ব্যবহৃত গবাদি পশু যে কোনও বনাধিকারিক বা পুলিস আধিকারিক কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

যানবাহন আটকে রাখার ক্ষমতা ঃ-

পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী

ধারা-৫২ (৩) ঃ- কোনও বনাধিকারিক বা পুলিশ আধিকারিক যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে কোনও গাড়ি বেআইনিভাবে সংগৃহীত কোনও বনজ দ্রব্য পরিবহনের জন্য দায়ী তবে তিনি তা আটক করতে পারবেন ও ততক্ষণ পর্যন্ত থামিয়ে রাখতে পারবেন যতক্ষন না পর্যন্ত গাড়ির মধ্যে রাখা বনজ দ্রব্যের সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে ও বাহিত বনজ দ্রব্যের সকল কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে যা গাড়ির চালক বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকারে আছে।

জোর করে আটকের বিরোধিতা করার জন্য শাস্তি ঃ-

ধারা-৫২-এ ঃ- এই ধারা অনুসারে আটক যন্ত্রপাতি, দড়ির শিকল, নৌকা, পরিবহন বা গবাদি পশুর বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে বাধাদান করলে বা বলপূর্বক সেই সব বাজেয়াপ্তযোগ্য ব্যক্তির সামগ্রী ছিনিয়ে নেন, তবে সেই এক বছরের মেয়াদ পর্যন্ত জেল বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

বনাধিকারিক কর্তৃক বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ঃ-

ধারা-৫৯-এ (১) ঃ- এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানে থাকা কোনও কিছু সত্ত্বেও বা সামরিকভাবে চালু অন্য যে কোনও বিধিতে যেখানে কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্যের ব্যাপারে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় যা রাজ্য সরকারের সম্পত্তি, সেক্ষেত্রে ধারা ৫২-এর উপ ধারা (১) অনুসারে কাঠ বা অন্য বনজ সম্পদ বাজেয়াপ্তকারী বনাধিকারিক বা পুলিশ আধিকারিক ঐ অপরাধে যুক্ত সব যন্ত্রপাতি, দড়ি, শিকল, নৌকা যানবাহন এবং গবাদি পশু সহ কাঠ আটক করে সহকারী বনপালের নিচে নয়, এরূপ পদমর্যাদার বনাধিকারিকের নিকট দাখিল (বা উপস্থাপিত) করবেন যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হবেন (পরবর্তী অংশে অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে উল্লেখিত)।

ধারা-৫৯-এ (৩) ঃ- উপধারা (১) এ বাজেয়াপ্ত সব কিছু অনুমোদিত আধিকারিকের নিকট পেশ হলে এবং ঐ অনুমোদিত আধিকারিক এইরূপ বনজ সম্পদের ক্ষেত্রে অপরাধ হয়েছে বলে যদি মনে করেন, সেক্ষেত্রে তিনি এরূপ অপরাধ সংগঠন ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি দড়ি, শিকল, নৌকা, যানবাহন ও গবাদি পশু সহ বনজ দ্রব্য আটক করতে পারেণ।

আটক করার আগে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ঃ-

ধারা-৫৯-বি (১) ঃ- ধারা ৫৯-এ অনুসারে কোনও সম্পদ বা যন্ত্রপাতি, দড়ি, শিকল, নৌকা, যানবাহন বা গবাদি পশু সেই ব্যক্তিকে যার কাছ থেকে উদ্ধার করা উপরিল্লিখিত সম্পদ বা মালিককে লিখিত বিজ্ঞপ্তি ছাড়া আদেশ করা যাবে না ও কেন ঐ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে না তার কারণ দর্শানো ছাড়া এবং তার যদি কোনও আপত্তি থাকে তা বিবেচনা করা ছাড়া করা যাবে না। এই শর্ত আরোপ করা হচ্ছে যে গাড়ির রেজিষ্ট্রীকৃত মালিককে লিখিত বিজ্ঞপ্তির দেওয়ার পর ছাড়া কোনও মোটর গাড়ি আটক করার আদেশ দেওয়া যাবে না যদি অপরাধীর কোনও আপত্তি থাকে তা বিবেচনা করে অনুমোদিত আধিকারিক এটা কার্যকর করতে মনস্থ করেন।

ধারা-৫৯-বি (২) ঃ- উপধারা (১)-এর সংস্থান এর হানি না করে, কোনও যন্ত্র, দড়ি, শিকল, নৌকা, যানবাহন বা গবাদি পশু ধারা ৫৯-এ অনুসারে আটক করার আদেশ করা যাবে না যদি মালিক অনুমোদিত আধিকারিককে তুষ্ট করতে পারেন এই কারণে যে তার বা তার এজেন্ট বা তার প্রাপ্ত ব্যক্তির অজান্তে বা উপেক্ষা করে এরূপ যন্ত্র, দড়ি, শিকল, যানবাহন বা গবাদি পশু কাঠ বা বনজ সম্পদ পাচারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

আবেদন ঃ-

ধারা-৫৯ (সি) ঃ- এ ব্যাপারে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বনপাল পদমর্যাদার নিচে নয় এরূপ যে কোনও পদমর্যাদার বনাধিকারিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করতে পারবেন অথবা ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদন পাওয়া মাত্র তার বাড়ি যেতে পারেন এবং ৫৯-এ অনুসারে যে কোনও আদেশের যে কোনও নথি পরীক্ষা করতে পারেন ও এরূপ তদন্ত করতে পারেন বা করাতে পারেন ও যেটা যথাযথ বলে মনে হবে তা করতে পারেন।

এরূপ শর্ত আরোপিত যে ধারা ৫৯-এ অনুসারে আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের অবসানের পর এরূপ কোনও নথি চাওয়া যাবে না এবং এই ধারা অনুসারে কোনও আদেশ করা যাবে না যদি ইতিমধ্যে ধারা ৫৯-এ অনুসারে কোনও আদেশের বিরুদ্ধে ধারা ৫৯-ডি অনুসারে কোনও আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেশ করা হয়, অধিকন্তু এই শর্ত যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে হানিকর কোনও আদেশ এই ধারা অনুসারে তাকে বক্তব্য জানানোর সুযোগ না দিয়ে জারি করা যাবে না।

ধারা-৫৯-ডি (১) ঃ- ধারা ৫৯-এ বা ধারা ৫৯-সি অনুসারে কোনও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এরূপ আদেশ প্রেরণের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা জজ-এর যার এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় যন্ত্রপাতি, দড়ি, শিকল, নৌকা, যান বা গবাদি পশু সহ বনজ সম্পদ আটক করা হয়েছে তার নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং জেলা জজ আপিলকারী ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বক্তব্য শুনে ঐ আধিকারিককে আদেশ কার্যকর করবেন বা পরিবর্তন করবেন বা বাতিল করবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে জেলা জজের আদেশ চূড়ান্ত হবে এবং কোনও আদালত এব্যাপারে কোনও প্রশ্ন তুলতে পারবেন না।

ধারা-৫৯-জি ঃ- এই আইনে বা ১৯৭৩-এর ফৌজদারি কার্যবিধি বা সাময়িকভাবে চালু অন্য কোনও বিধিতে থাকা বিপরীতে কোনও কিছু সত্ত্বেও, ৫৯-এ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক বা ৫৯ সি অনুসারে বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত বনাধিকারিক বা ৫৯ ডি অনুসারে জেলা জজের যার নিকট আপিল পেশ করা যেতে পারে ধারা ৫২ অনুসারে বাজেয়াপ্ত কোনও বনজ সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতি, শিকল, নৌকা, যানবাহন বা গবাদি পশুর হেফাজত, আটক, বিলি, নিষ্পত্তি বা বিতরণের ব্যাপারে আদেশ করার এক্তিয়ার থাকবে এবং ছাড়া অন্য কোনও আধিকারিক বা বনাধিকারিক বা আদালত, ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষের আদেশ করার এক্তিয়ার থাকবে না।

ধারা-৬৩ ঃ- জনসাধারণ বা কোনও ব্যক্তিকে ক্ষতি করা বা আঘাত করার উদ্দেশ্য বা ভারতীয় দন্ডবিধিতে বর্ণিত অন্যায়ভাবে লাভ করানোর উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি ঃ-

(ক) সচেতনভাবে বনাধিকারিক কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারি কাঠ বা গাছ বা কোনও ব্যক্তির অধিকারে থাকা গাছ চিহ্নিত করার জন্য ছাপচিহ্ন বা কিছু ব্যক্তি কর্তৃক বৈধভাবে কর্তিত বা অপসারিত বৃক্ষে ব্যবহৃত ছাপচিহ্ন জাল করেন বা,

(খ) বনাধিকারিক কর্তৃক বা বন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা কোনও বৃক্ষ বা কাঠের উপর মারা এরূপ ছাপ চিহ্ন পরিবর্তন করেন, বিকৃত করেন বা মুছে ফেলেন বা,

(গ) অরণ্য বা পতিত জমির (যেখানে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য) কোনও সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করেন, সরিয়ে দেন, মুছে ফেলেন বা বিকৃত করেন তাহলে তার শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে ন্যূনতম তিন মাস যা তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং ন্যূনতম পাঁচ শত টাকা জরিমানা যা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ঃ-

ধারা-৬৪ (১) ঃ- কোনও বনাধিকারিক বা পুলিশ আধিকারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে নেওয়া আদেশ ছাড়া কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন যার বিরুদ্ধে বন সংক্রান্ত অপরাধের সাথে যুক্ত বলে গ্রহণযোগ্য সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ এক মাস বা তার উর্দ্ধে সময়কাল বাবদ কারাবাস।

ধারা (২) ঃ- এই ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারকারী প্রত্যেক আধিকারিক বিলম্ব না করে ও মুচলেকা দিয়ে ছাড়ার ব্যাপারে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে আটক ব্যক্তিকে নিজের জিম্মায় নিতে পারেন বা এক্ষেত্রে এক্তিয়ার ভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট পাঠাতে পারেন।

কোনও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়ানোর ক্ষমতা ঃ-

ধারা-৬৫ ঃ- রেঞ্জারের পদমর্যাদার নীচে নয় এরূপ বনাধিকারিক যিনি বা যার অধস্তন আধিকারিক ধারা ৬৪-র বিধান অনুসারে কোনও আটক করা ব্যক্তিকে বন্ডে ছাড়বেন এই শর্তে যে যখনই প্রয়োজন হবে তাকে এই মামলা নির্বাহকারী এক্তিয়ার ভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হাজিরা দিতে হবে।

অ-জামিন যোগ্য ঃ-

ধারা-৬৫-এ(১) ঃ- এই আইনে বা ফৌজদারি কার্যবিধিতে সন্নিবেশিত ছাড়াও এই আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলিতে সংগঠিত অপরাধ অ-জামিনযোগ্য হবে — কোনও কিছু সত্ত্বেও কোনও অপরাধ যা (অ) ধারা ২৬-এর খন্ড (অ) বা (আ) বা (উ) বা (ঋ) (৯) বা (এ) বা (খ) ধারা ৩৩ উপধারা (১) এর খন্ড (অ) বা (আ) বা (ই) বা (ঈ) বা (উ) বা (৯) বা (এ) বা (গ) ধারা ৪২ বা (ঘ) ধারা ৬৩।

অপরাধ মাফ করার ক্ষমতা ঃ-

ধারা-৬৮ (১) ঃ- রাজ্য সরকার সরকারি গেজেট বা ঘোষণাপত্রে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনও বনাধিকারিককে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে যে সকল ক্ষেত্রে ঃ-

(ক) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি যুক্তিযুক্ত সন্দেহ হয় যে সে ধারা ২৬ (ই), (ঈ); ৫৩ (ই), (ঈ); ৬২ এবং ৬৩-তে নির্দিষ্ট অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও বন সংক্রান্ত অপরাধ করেছে, তবে ঐ সন্দেহভাজন অপরাধকারী ব্যক্তির নিকট হতে অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) যখন কোনও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য আটক করা হয়েছে তা আটক সম্পদের বাজার মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন।

ধারা-৬৮ (২) ঃ- এরূপ আধিকারিকের নিকট এরূপ পরিমাণ অর্থ প্রদানের পর বা এরূপ মূল্য ঠিক করার পর বা উভয়ই করার

পর বিষয়টির অবস্থা অনুযায়ী জিম্মায় থাকা সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছাড়া পাবে, যদি কোন সম্পদ আটক করা হয়ে থাকে তা ছেড়ে দিতে হবে এবং আর কোনও পদক্ষেপ এরূপ ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে না।

ধারা-৬৮ (৩) [১৯৭৫-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন নং ১৪]

কোনও বনাধিকারিক এই ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন না যদি না তিনি ফরেস্টার-এর পদমর্যাদার নীচে হন এবং ক্ষতিপূরণের হিসাবে নেওয়া টাকার পরিমান কোনওভাবে এক হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা পেরোবে না।

ধারা-৬৮ (৪) ঃ- এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানে অন্তর্ভূক্ত কোনও কিছু সত্ত্বেও ধারা ৬২ বা ধারা ৬৩ অনুসারে সংঘঠিত কোনও বন অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও বন সংক্রান্ত অপরাধ বনাধিকারিক মাফ করতে পারবেন না যদি আটক করা সম্পদের মূল্য পাঁচ হাজার টাকার বেশী হয় বা কোনও গোরুর গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন অপরাধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ধারা-৭০ ঃ- সংরক্ষিত বনে বা সংরক্ষিত বনের কোনও অংশে যা আইনসম্মত ভাবে নিষিদ্ধ চারণ ভূমি সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী গবাদি পশু সরকারি গাছের ক্ষতিসাধন করছে এই কারণে ১৮৭১-এর গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশ আইনের ধারা ১১-র অর্থের সীমার মধ্যে কোনও বনাধিকারিক বা পুলিশ আধিকারিক আটক করতে বা আইনসম্মতভাবে দখল নিতে পারেন।

ধারা-৭২ (১) ঃ- রাজ্য সরকার কোনও বনাধিকারিককে নিম্নে উল্লেখিত ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে, অর্থাৎ ঃ-

(ক) যে কোন স্থানে প্রবেশ করার ক্ষমতা এবং ঐ এলাকা জরিপ করা, সীমানা নির্দেশ করা ও ঐ এলাকার মানচিত্র তৈরি করার ক্ষমতা,

(খ) সাক্ষীর উপস্থিতি বাধ্য করা, দস্তাবেজ ও প্রাসঙ্গিক বস্তু দাখিল করতে বাধ্য করার জন্য দেওয়ানি আদালতকে ক্ষমতা প্রদান,

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ অনুসারে তল্লাশি পরোয়ানা প্রদান করার ক্ষমতা,

(ঘ) বন-সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে তদন্ত করার ও এ প্রসঙ্গে সাক্ষ্য নেওয়া ও তা নথিভুক্ত করার ক্ষমতা,

(২) উপধারা (১)-এর ক্লজ (ডি) অনুসারে কোনও নথিভুক্ত সাক্ষ্য বা প্রমাণ পরবর্তী কোনও বিচারকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গ্রাহ্য হবে, যদি তা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে নেওয়া হয়ে থাকে।

সরল বিশ্বাসে কৃত আইনের জন্য ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি ঃ-

ধারা-৭৪ ঃ- এই আইন অনুসারে সরল বিশ্বাসে করা কোনও কাজের জন্য কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও মামলা মোকদ্দমা করা যাবে না।

ধারা-৭৪ (১) ঃ- এই আইন অনুসারে সরল বিশ্বাসে করা কোনও কাজের জন্য কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও মামলা বা ফৌজদারি অভিযোগ বা অন্য কিছু আইন মাফিক পদক্ষেপ করা যাবে না।

ধারা (২) ঃ- রাজ্য সরকারের পূর্ববর্তী অনুমোদন ব্যতীত কোনও অভিযুক্ত বনাধিকারিকের বিরুদ্ধে আনা অপরাধ আদালতে গ্রাহ্য হবে না যখন সেই আধিকারিক সরকারি কর্তব্য পালন করছেন।

অরণ্য (সংরক্ষণ) আইন ১৯৮০ এবং ১৯৮৮ পর্যন্ত অরণ্য (সংরক্ষণ) সংশোধন সমূহ

অ-বনাঞ্চল উদ্দেশ্যে বনভূমির ব্যবহারের উপর বাধানিষেধ ঃ-

ধারা-২ ঃ- কোনও রাজ্যে সাময়িকভাবে চালু যে কোনও আইনে অন্তর্ভূক্ত কোনও কিছু সত্ত্বেও, কোনও রাজ্য সরকার বা অন্য কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত নিম্নলিখিত আদেশ বা নির্দেশ নামা প্রকাশ করবে না —

(অ) যে কোনও ''সংরক্ষিত বন'' (ঐ রাজ্যে সাময়িকভাবে চালু কোনও আইনে ''সংরক্ষিত বন'' কথাটির অর্থের সীমার মধ্যে) বা সেখানের কোনও অংশ, আর সংরক্ষিত থাকবে না,

(আ) যে কোনও বনভূমি বা তার কোনও অংশ বন ছাড়া উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

(ই) যে কোনও বনভূমি বা তার অংশ কোনও বেসরকারি ব্যক্তি বা কোনও কর্তৃপক্ষ, নিগম, এজেন্সি বা অন্য কোনও সংস্থাকে (যার মালিক, ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রক সরকার নয়) পাট্টা দিয়ে বা অন্যভাবে হস্তান্তরিত করে।

(ঈ) যে কোনও বনভূমি বা তার কোনও অংশকে যেখানে বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে তা বৃক্ষহীন করা যেতে পারে পুনঃ বনসৃজনের উদ্দেশ্যে।

বিধান লঙ্ঘন কারীর জন্য শাস্তি ঃ-

ধারা-৩-এ ঃ- যিনিই ধারা ২-এর যে কোনও বিধান লঙ্ঘন করেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করেন তার ১৫ দিন সময়কাল পর্যন্ত কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ দ্বারা এবং সরকারি দফতর দ্বারা কৃত অপরাধ ঃ-

ধারা-৩-বি (১) ঃ- যেথায় এই আইন অনুযায়ী কোনও অপরাধ ঘটেছে।

(অ) কোনও সরকারী দফতর বা দফতরের প্রধান দ্বারা বা,

(আ) কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার সময় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষের কর্মের পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ অপরাধে অভিযুক্ত বলে গণ্য করা হবে ও তার বিরুদ্ধে এগোনো যাবে এবং তদনুসারে শাস্তি হবে, যদি এই শর্ত আরোপিত হয় যে এই উপধারায় কোনও কিছু অন্তর্ভূক্ত থাকলেও দফতরের প্রধানকে বা ক্লজ (বি)-তে উল্লেখিত কোনও ব্যক্তিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসাবে দায়ী করা যাবে না যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে তার অজান্তে অপরাধ ঘটেছে বা এরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সবরকম চেষ্টা করেছেন।

ধারা-৩ (২) ঃ- উপধারা (১)-এ কোনও কিছু অন্তর্ভুক্ত হলেও যেখানে আইনানুসারে দন্ডনীয় অপরাধ সরকারি দপ্তর কর্তৃক বা উপধারা (১)-এর ক্লজ (বি)-তে উল্লেখিত কোনও অপরাধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করা হয়েছে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে উপধারা (১)-এর ক্লজ (বি)-তে উল্লেখিত ব্যক্তি ছাড়া বা দফতরের প্রধান ব্যতীত কোনও আধিকারিক অপরাধ সংগঠনে সম্মতি দিয়েছেন বা তার পক্ষ থেকে কোনও রকম অবহেলার নজির হয়েছে সেক্ষেত্রে এরূপ আধিকারিক বা ব্যক্তিরা ঐ অপরাধে অভিযুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনমাফিক এগোনো যাবে ও তদনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য সম্পদ স্থানান্তরণ নিয়মবিধি, ১৯৫৯

নিয়ম ৪ (১) ঃ- কোনও ব্যক্তি কোনও কাঠ লুকিয়ে রাখবে না।

নিয়ম ৪ (২) ঃ- ট্রানজিট পাস ছাড়া কোনও বনজ দ্রব্যকে স্থানান্তর করা যাবে না।

নিয়ম ৪ (৫) ঃ- সন্ধ্যা ৬-টা থেকে পরের দিন সকাল ৬-টা পর্যন্ত সময়কালে চক্র বনপাল (সার্কেল কনজারভেটর)-এর এক আদেশ বলে কাঠ বা অন্য যে কোনও বনজ সম্পদের স্থানান্তরণ বা অপসারণ বা চলন নিষিদ্ধ থাকতে পারে। (প্রজ্ঞাপন নং ৪৪৮৭-ফর এফ পি/৪এ-১/৪৭ তাং ২৮.১০.৪৭)।

নিয়ম (৫) ঃ- জেলা থেকে অপসারিত বিভিন্ন বনজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে ট্রানজিট পাসের জন্য মাশুল বনপাল কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অনুমোদিত হার অনুযায়ী ধার্য হবে।

নিয়ম ৭ (১) ঃ- যে সকল কাঠ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদের ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ম প্রযোজ্য এবং কোনও গোরুর গাড়ি, যান, নৌকা বা কাঠ বা বনজ সম্পদ পাচারকারী অন্যান্য সন্দেহজনক যানবাহনকে যে কোনও বনাধিকারিক নির্দিষ্ট এলাকার সীমার মধ্যে পরীক্ষা ও যাচাই করার উদ্দেশ্যে থামাতে পারবেন।

(৩) নিয়ম ৪ লঙ্ঘন করলে নৌকা, গোরুর গাড়ি বা গবাদি পশু সহ কাঠ ও বনজ সম্পদ আটক করা যাবে।

নিয়ম ৮ (১) (এ) ঃ- নিয়ম ৭ অনুসারে যে কোনও বনজ দ্রব্য আটককারী যে কোনও বনাধিকারিক আটক মালের মূল উৎপত্তির প্রমাণ দাখিল করতে ৩০ দিনের সময়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন।

(বি) যে অপরাধের জন্য বনজ দ্রব্য আটক করা হয়েছে তার বিচারের জন্য এক্তিয়ার ভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটর নিকট দেরি না করে নির্দিষ্ট ফর্মে আটক মালের তালিকা পেশ করতে হবে।

মুক্ত সাধারণ লাইসেন্স অনুসারে আমদানিকৃত কাঠের ক্ষেত্রে ট্রানজিট পাশ প্রদানের জন্য প্রতি ঘন মিটারে ১০ টাকা করে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রদানে প্রশাসনিক খরচ মেটানোর জন্য আদায় করা যেতে পারে। সূত্রঃ আদেশ নামা ৪০৫৮-ফর ৬ এম-২৪/৮৭ তাং ২৪.০৫.৮৭।

যুগ্ম সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য (সংস্থা এবং করাতকল ও অন্যান্য কাষ্ঠ-ভিত্তিক শিল্পের প্রনিয়ম) নিয়মাবলি, ১৯৮২

নিয়ম ৩ (১) ঃ- কোনও ব্যক্তি কোনও করাতকল ও আই এফ এ, ১৯২৭-এর ধারা ৫১-তে উল্লেখিত শ্রেণীর কারখানা সহ অন্য কোনও ইউনিট (এ) নিকটতম সরকারি বন সীমানা থেকে সোজাসুজি ২ কিমির মধ্যে এবং (বি) ফর্ম-১-এ লাইসেন্স না নিয়ে স্থাপন করতে পারবেন না।

নিয়ম ৯ ঃ- (১) এই নিয়ম অনুসারে লাইসেন্সধারী ফর্ম ৬ এবং ফর্ম-৮-এ নিবন্ধ চালু রাখবেন।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সধারী ফর্ম ৯-এ প্রতি দুইমাস অন্তর বিবরণী পেশ করবেন।

নিয়ম ১০ ঃ- অধিকার প্রাপ্ত আধিকারিক করাত-কল বা অন্যান্য ইউনিটে আগাম না জানিয়ে কাজের সময়ে (ক) নথি, (খ) কাঁচা মালের মজুত, (গ) প্রক্রিয়াজাত মজুত পরিদর্শন ও যাচাই করতে যেতে পারেন।

নিয়ম ১২ ঃ- করাত কলে বা অন্যান্য ইউনিটে ঢুকছে এরূপ সমস্ত বনজ সম্পদ ট্রানজিট পাশের আওতায় থাকবে।

বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন ১৯৭২ (১৯৯১ পর্যন্ত সংশোধিত) এর সংক্ষিপ্তকারে গুরুত্বপূর্ণ বিধান

ধারা-২ (১৬) ঃ- শিকার মানে হচ্ছে বন্যপ্রাণী ধরা, হত্যা করা, বিষ প্রয়োগ করা, ফাঁদে ফেলা, তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আঘাত করা এবং যে কোনও বন্য প্রাণীর ডিম, বাসা বা শরীরের যে কোনও অংশ ধ্বংস বা ক্ষতি করা।

ধারা-২ (৩৬) ঃ- বন্যপ্রাণী মানে হচ্ছে প্রকৃতিতে বন্য এরূপ যে কোনও প্রাণী এবং তালিকা ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ ভুক্ত যে কোনও প্রাণী এর অন্তর্ভুক্ত।

ধারা-২ (৩৭) ঃ- বন্য প্রাণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে কোনও জন্তু, হরিণ, প্রজাপতি, কঠিন খোলযুক্ত জলচর প্রাণীবর্গ যেমন কাঁকড়া, চিংড়ি, মাছ এবং মথ ও জলজ বা স্থলের গাছপালা যা কোনও বন্যজন্তুর বাসস্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধারা-৯ ঃ- তালিকা ১, ২, ৩ এবং ৪-এর নির্দিষ্ট করা বন্যপ্রাণী কোনও ব্যক্তি লিখিত অনুমতি ছাড়া শিকার করতে পারবে না।

অভয়ারণ্য প্রভৃতিতে ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন ঃ-

ধারা-২৯ ঃ- কোনও ব্যক্তি কোনও বন্যপ্রাণকে ধ্বংস, শোষণ বা কোনও অভয়ারণ্য থেকে সরাতে পারবে না বা কোনও বন্যপ্রাণীর বাসস্থানের ক্ষতি করতে পারবে না বা এরূপ অভয়ারণ্যে স্থিত কোনও বন্যপ্রাণীকে মুখ্য বন্যপ্রাণ ওয়ার্ডের অনুমোদন ছাড়া আবাসচ্যুত করতে পারবে না।

ধারা-৩৫ ঃ- জাতীয় উদ্যানের মধ্যে সীমানা পরিবর্তন, ধ্বংস, জাতীয় উদ্যানের ক্ষতি বা পশুচারণ বা পশু বাসস্থানের কোনও ক্ষতি এই আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-৩৯ ঃ- কীট পতঙ্গ ছাড়া প্রত্যেক বন্যপ্রাণী, প্রাণীজ দ্রব্য, শিকার করা পশুর কঙ্কাল, করোটি, চামড়া ও যানবাহন, নৌকা, অস্ত্র, ফাঁদ যা অপরাধ সংগঠনে ব্যবহৃত হয়েছে ও বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা রাজ্য সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। বে-আইনিভাবে শিকার করা বা আটকে রাখা কোনও বন্যপ্রাণীকে কোনও ব্যক্তি সংগ্রহ করে নিজের অধিকারে রাখতে বা পুরস্কার হিসাবে হস্তান্তর করতে বা বিক্রি করতে বা ধ্বংস বা ক্ষতি করতে পারবে না।

পশুর কঙ্কাল, করোটি, চামড়া ও প্রাণীজ দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা ঃ-

ধারা-৪৪ ঃ- ক্ষমতা প্রাপ্ত আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স ছাড়া কোনও ব্যক্তি পশু দ্রব্য, পশু কঙ্কাল, চামড়া, করোটি, বন্দী পশু নিয়ে ব্যবসা করতে বা মৃত পশুর চামড়ার মধ্যে খড় প্রভৃতি ভরিয়া উহাকে জীবন্তের ন্যায় দেখানোর ব্যবসা করতে পারবে না।

বন্দী/বন্যপ্রাণী ক্রয় ঃ-

ধারা-৪৯ ঃ- কোনও ব্যক্তি কোনওরকম বন্দী পশু, কীট পতঙ্গ ছাড়া বন্য পশু বা কোনও পশুজ দ্রব্য, পশুর কঙ্কাল, করোটি, চামড়া, অসংরক্ষিত কঙ্কাল, করোটি বা চামড়া বা ডিলারের থেকে অন্য উপায়ে প্রাপ্ত মাংস বা এই আইন অনুসারে তা বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় করতে, গ্রহণ করতে বা সংগ্রহ করতে পারবে না।

প্রবেশ, অনুসন্ধান, গ্রেপ্তার এবং আটক করার ক্ষমতা ঃ-

ধারা-৫০ ঃ- বনরক্ষী পদমর্যাদার নীচে নয় এরূপ কোনও বন আধিকারিক বা সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নীচে নয় এরূপ কোনও পুলিশ আধিকারিক ফাঁদ, যন্ত্র, যান, নৌকা বা অস্ত্রসহ বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। যে কোনও বন্দী প্রাণী, বন্যপ্রাণী, প্রাণীজ দ্রব্য, মাংস, জন্তুর কঙ্কাল, করোটি, চামড়া বা ঐরূপ অসংরক্ষিত বস্তু যে ব্যাপারে এই আইন বিরুদ্ধ অপরাধ করা হয়েছে সেগুলিও বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। এরূপ আধিকারিকরা এরূপ অপরাধ সংগঠনকারী যে কোনও ব্যক্তিকে থামাতে এবং

আটক করে রাখতে পারেন।

ধারা-৫০ (৮) ঃ- বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সহ-অধিকর্তা বা বন্যপ্রাণ ওয়ার্ডেন-এর নীচে নয় এরূপ পদমর্যাদার যে কোনও আধিকারিকের তল্লাশি পরোয়ানা দেওয়া সাক্ষীর হাজির বলবৎ করা, দস্তাবেজ এবং প্রাসঙ্গিক জিনিসপত্র দাখিল আবশ্যিক করা এবং সাক্ষ্য নেওয়া ও নথিভুক্ত করার ক্ষমতা থাকবে।

শাস্তি ঃ-

ধারা-৫১ ঃ- তালিকা ১ এবং তালিকা ২-এর অংশ ২-তে উল্লেখিত জানোয়ারের বিষয়ে অপরাধের জন্য শাস্তি হচ্ছে ন্যূনতম এক বছরের আবশ্যিক কারাদন্ড যা ছয় বছর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে ও ৫০০০ টাকার কম নয় জরিমানা হবে। অন্য অপরাধের জন্য শাস্তি-তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই অধ্যায় ৫-এ ও ধারা ৩৮ জে এবং কোনও লাইসেন্স বা পারমিটের কোনও শর্ত ব্যতীত।

অপরাধ মাফ করা ঃ-

ধারা-৫৪ ঃ- উপবনপাল এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ অধিকর্তা (কেন্দ্রীয় সরকার) পদমর্যাদার নীচে নয় এরূপ আধিকারিকরা এই আইনে অপরাধ মাফ করার জন্য অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনও অপরাধ মাফ করা যাবে না যার জন্য ধারা ৫১-র উপধারা ১-এ ন্যূনতম কারাদন্ডের সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। [মন্তব্য ঃ (১) তালিকা-১ এবং তালিকা-২-এর অংশ ২-এর আওতায় থাকা জানোয়ারের ক্ষেত্রে করা অপরাধ এবং শিকার, জাতীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্যের সীমানা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে অপরাধ মাফ করা যাবে না। (২) অপরাধ মাফ করার জরিমানার পরিমান ২০০০ টাকার অধিক হবে না।]

সরল বিশ্বাসে নেওয়া ব্যবস্থার সুরক্ষা ঃ-

ধারা-৬০ ঃ- এই আইন অনুসারে সরল বিশ্বাসে করা কোনও কিছু বা কোনও ক্ষতির জন্য কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করা, অভিযোগ করা বা অন্য কোন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।

বন্যপ্রাণী দ্বারা মানুষ বা গৃহপালিত পশু মারা যাওয়া বা আহত হওয়া এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ

১। স্থায়ীভাবে অক্ষম - ৫০,০০০.০০ প্রতি জনপিছু।

২। মানুষ মারা গেলে - ১,০০,০০০.০০ প্রতি জনপিছু।

৩। শষ্যের ক্ষতি হলে - ৭,৫০০ টাকা হেক্টর প্রতি।

৪। কাঁচা বাড়ি পুরো ক্ষতিগ্রস্ত হলে - ৩,০০০ টাকা ঘর প্রতি এবং ১,৫০০ টাকা ঘর প্রতি যদি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। টিনের চালাঘর বা টালির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে - ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত।

৬। পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে - ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

মানুষ মারা গেলে তার আইনত উত্তরাধিকারীরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে।

দরখাস্ত ফর্ম স্থানীয় রেঞ্জ অফিস বা বিট অফিস থেকে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (অবনাঞ্চল অঞ্চলে রক্ষণ ও সংরক্ষণ) আইন - ২০০৬ এবং বিধিসমূহ - ২০০৭
West Bengal Trees (Protection and Conservation in Non-Forest Areas) Act, 2006 and Rule - 2007

একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মোট ভৌগোলিক এলাকার ৩৩ শতাংশ অঞ্চলে বনভূমি থাকা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট কিন্তু জনবহুল অঞ্চল। এখানে বনভূমির পরিমাণ ১১৮৭৯ বর্গ কি. মি. যা মোট ভৌগোলিক এলাকার অনুপাতে ১৩.৩৮ শতাংশ। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প এবং পঞ্চায়েত সহ জনসাধারণের সচেতন উদ্যোগে উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এখন সবুজের আচ্ছাদন প্রায় ২৭ শতাংশ আয়তনে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। সবুজায়নের এই অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বনভূমির বাইরে বৃক্ষসমূহের সংরক্ষণ একান্ত জরুরী।

বনভূমি রক্ষার জন্য ভারতীয় বন আইন, বন সংরক্ষণ আইন চালু থাকলেও বনভূমির বাইরে অবনাঞ্চল অঞ্চলের বৃক্ষসমূহ রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন আইন ছিল না। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (অবনাঞ্চল অঞ্চলে রক্ষণ ও সংরক্ষণ) আইন-২০০৬ [West Bengal Trees (Protection and Conservation in Non-Forest Areas) Act, 2006 & Rules - 2007] প্রণীত হয় এবং ২০০৭ সালে এই আইন সম্পর্কিত বিধিসমূহও প্রকাশিত হয়।

১) আইনটির উদ্দেশ্য ঃ-

গাছ প্রবহমান (পুনর্নবীকরণ যোগ্য) সম্পদ। সুতরাং পরিবেশগতভাবে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।

১। পরিবেশের সুস্থতা বজায় রাখার স্বার্থে বৃক্ষরোপণে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সবুজায়নের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা।

২। বনভূমির বাইরে অবস্থিত বৃক্ষসমূহকে যথেচ্ছভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

৩। পবিত্র এবং বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষের সংরক্ষণ করা।

আইনটির প্রধান প্রধান কিছু বিষয় এখানে সন্নিবেশিত করা হল ঃ-

গাছের সংজ্ঞা -

১৯২৭ সালের ভারতীয় অরণ্য আইনে গাছের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই আইনেও গাছের সংজ্ঞা তার অনুরূপ। অর্থাৎ গাছের গুঁড়ির স্তর থেকে বুক সমান উচ্চতায় (৪ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ১.৩৭ মিঃ) ১০ সে. মি. বা তার বেশী ব্যাস হলে তা গাছ বলে বিবেচিত হবে।

২) বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ (ধারা ৪ (ক) এবং (খ) ঃ-

উপরোক্ত ধারা অনুসারে

(ক) এই আইন অনুসারে বনভূমির বাইরে অবনাঞ্চল এলাকায় বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা নিষিদ্ধ।

(খ) কোন ব্যক্তি গাছ কাটা, সরানো বা বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু মানুষের সাহায্য ছাড়া কর্তিত গাছের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হবে না।

৩) গাছ কাটার অনুমতি ঃ-

নিম্নলিখিত প্রয়োজনে ধারা ৫ (১) এর বিধানে গাছ কাটার অনুমতি পাওয়া যাবে ঃ-

(ক) যদি গাছটি স্থানীয় অধিবাসীদের কোনও গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি করে বা মনুষ্য জীবন, বাড়ি বা সম্পত্তিহানির আশঙ্কার সৃষ্টি করে বা পরিবহন ব্যবস্থা বিঘ্নিত করে।

(খ) যদি রোগজনিত কারণে বা ঝড়, বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক কারণে গাছের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

(গ) যদি সামাজিক বনসৃজনে সৃজিত গাছ তার কাটার উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হয়।

(ঘ) সামাজিক বনসৃজন বা ফার্ম ফরেস্ট্রি প্রকল্পে পুনর্বনায়নের উদ্দেশ্যে কোন জমিতে যদি গাছ কাটার প্রয়োজন হয়।

(ঙ) যদি গাছের মালিক তার পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহ যেমন চিকিৎসা, বিবাহ, শিক্ষা, বাড়ি তৈরী বা মেরামতির প্রয়োজনে গাছ কাটতে মনস্থ করেন।

(চ) যদি জমি সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য গাছ কাটা ভীষণভাবে জরুরী হয়ে ওঠে।

(ছ) যদি কোন চা বাগানে ধারা ৬ এবং উপধারা (৩) এর অনুবিধি পালন করতে।

৪) গাছের ডালপালা ছাঁটা যাবে কি না ঃ-

উঃ- ধারা ৩ (৩) অনুযায়ী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে গাছের ডালপালা ছাঁটা গাছ কাটা বলে বিবেচিত হবে না।

(ক) জনস্বার্থবাহী কোন কাজ এবং রাস্তা, বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি কাজের জন্য ডালপালা ছাঁটা যাবে কিন্তু দেখতে হবে উক্ত ছেদন যেন গাছটি বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি না করে।

(খ) উদ্যান ও কাননের রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধির কারণে ডালপালা ছাঁটা যাবে।

(গ) কোন গাছের ডাল যদি স্থানীয় অধিবাসীদের কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি করে বা মানুষের জীবন, বাড়ি বা সম্পত্তি হানির আশঙ্কা সৃষ্টি করে বা পরিবহন ব্যাবস্থাকে বিঘ্নিত করে তবে ডালপালা ছাঁটা যাবে।

গাছ কাটার অনুমতি পত্র (ফর্ম) ঃ-

গাছ কাটার জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফর্ম-১ (এ) এবং ডেভেলপার-এর ক্ষেত্রে ফর্ম-১ (বি) তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত / আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সরকারি সিলমোহর সহ যথাযথভাবে আবেদনকারীর / দরখাস্তকারীর আবেদনপত্র / দরখাস্ত এর প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

৫) গাছ কাটার অনুমতি পত্র সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ-

১। ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর সংস্থানে যে কোন গাছ কাটা অথবা অন্যভাবে নিষ্পত্তির অনুমতি পত্র সংগ্রহের জন্য আবেদনকারীকে আবেদন পত্র জমা দেবার সময়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ফি জমা দিতে হবে ঃ-

(ক) ডেভেলপার - ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা

ডেভেলপার ব্যতীত অন্য ব্যক্তি -

(খ) গ্রামীণ অঞ্চলে - ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা

(গ) গ্রাম্য অঞ্চল ছাড়া অন্য এলাকার ক্ষেত্রে - ১০০.০০ (একশত) টাকা

২। ধারা ৬ এর উপধারা (৩) অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ফর্ম ৩ এ আবেদনকারীকে গাছ কাটার অনুমতি দেবেন। কিন্তু ডেভেলপার যদি ধারা ৯ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পরিচ্ছন্ন শংসাপত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) না পায় অথবা ৯ ধারা উপধারা (৫) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বাড়ী তৈরীর বা অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্পে অনুমোদন না পায় তাহলে তাকে গাছ কাটার (যদি গাছ থাকে) অনুমতি পত্র দেওয়া যাবে না।

গ্রাম্য অঞ্চলে একই সময়ে তিনটি গাছ (তবে তিনের বেশি নয়) কাটার ক্ষেত্রে কোন অনুমতি লাগবে না

কিন্তু কোনও বিশেষ জমিতে বছরে একবারের বেশি গাছ কাটা যাবে না।

শহর অঞ্চল বা পৌর এলাকায় একটি গাছ কাটতে গেলেও কিন্তু অনুমতি নিতে হবে।

দার্জিলিং জেলার সদর উপ-বিভাগ, কালিম্পং উপ-বিভাগ ও কার্শিয়াং উপ-বিভাগে এরূপ কোনও অনুমতির প্রয়োজন হবে না। যদি কোনও রায়ত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৪ক-এর বিধি অনুসারে অনুমতি লাভ করে, এটা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল, ১৯৯১-এর বিধি ৪৭৪ সহ পড়তে হবে।

গাছ কাটার জন্য বাধ্যতামূলক অনুমতি (ধারা ২১) ঃ-

তালিকা ঃ-

(১) খয়ের (২) শিমূল (৩) শিশু (৪) কেন্দু / কেন্দ (৫) গামার (৬) মহুয়া (৭) চম্পা / চম্পক (৮) শাল (৯) মেহগনী (১০) সেগুন (১১) ম্যানগ্রোভ (বাদাবন)

(গ) জরুরী প্রয়োজনে দরখাস্ত ফি ঃ-

বিধি ৪ এর উপবিধি (৪) এর সংস্থানে জরুরী প্রয়োজনে অনুমতি পত্র সংগ্রহের জন্য দরখাস্ত জমা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ফি বাবদ ২০০.০০ টাকা (দুইশত টাকা) সব এলাকার জন্য প্রদান করতে হবে।

৬) ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণের বাধ্যবাধকতা ঃ-

ধারা ৮ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গাছ কাটার অনুমতি পাওয়ার পর প্রতি **একটি গাছ কাটার জন্য সেই স্থানে দুটি করে গাছ লাগাতে হবে** এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে বৃক্ষ পরিচর্চার কাজ করতে হবে।

উপবিধি (১) অনুসারে ডেভেলপার ছাড়া বৃক্ষরোপণে অসমর্থ যে কোন ব্যক্তি গ্রাম্য অঞ্চলে গাছ প্রতি কুড়ি টাকা এবং গ্রাম্য অঞ্চল ব্যতীত অন্য স্থানে গাছ প্রতি ত্রিশ টাকা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ কেটে ফেলা গাছের পরিবর্তে বৃক্ষরোপণের জন্য রাজ্য সরকারের মনোনীত এজেন্সীকে উক্ত অর্থ হস্তান্তর করবেন। যদি কর্তিত গাছ আইনে বর্ণিত তালিকাভূক্ত হয় তাহলে জমা হিসাবে অর্থের পরিমাণ গ্রাম্য অঞ্চলে গাছ প্রতি চল্লিশ টাকা এবং গ্রাম্য অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র গাছ প্রতি ষাট টাকা হবে।

৭) ডেভেলপার (উন্নয়ন এজেন্সী) এর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বৃক্ষরোপণ ঃ-

বনায়ন ঃ-

১। ধারা ৯ এর উপধারা (১) অনুসারে পরিকল্পনা অনুযায়ী এরূপ উন্নয়নের অধীনে একই জমির **সমগ্র অঞ্চলের অন্ততঃ ২০ শতাংশের বেশী অংশে** ডেভেলপার বৃক্ষরোপণ করবেন এবং কেটে ফেলার জন্য **আবেদনকৃত গাছের সংখ্যায় কমপক্ষে পাঁচগুণ গাছ রোপণ করতে হবে।** ধারা ৯ এর উপধারা (২) অনুসারে ডেভেলপার ফর্ম-১ (বি) তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবেন এবং উক্ত আবেদন পত্রের সহিত বিধি ৫ এর উপবিধি (১) এ সুনির্দিষ্ট বর্ণিত ফি জমা দেবেন।

২। পরিষ্করণ প্রমাণ পত্র (ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট) আবেদন করার সময় আবেদনকারী ডেভেলপারকে ১ ঃ ১০০ স্কেলে অঙ্কিত প্রস্তাবিত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা (চার সেট) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবেন এবং উক্ত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনায় উপধারা (১) অনুসারে বৃক্ষরোপণের স্থান ইত্যাদিসহ নিম্নলিখিত বিবরণ দিতে হবে।

(এ) যে সব প্রজাতির গাছ রোপণ করা হবে তার, তাদের নাম।

(বি) আগাম মাটি তৈরীর কাজ।

(সি) বৃক্ষরোপণের জন্য বীজ ও চারা গাছের উৎস।

(ডি) গাছ সমূহের মধ্যে দূরত্ব ও রোপণের প্যাটার্ণ।

(ই) বৃক্ষরোপণ ও পরবর্তী বৃক্ষ পরিচর্চার সময় তালিকা।

৩। ডেভেলপারকে পরিষ্করণ প্রমাণ পত্র (সার্টিফিকেট অফ ক্লিয়ারেন্স) প্রদানের পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিধি ৪ এর উপবিধি (৩) অনুযায়ী অনুসন্ধানের কাজ সেরে নেবেন।

৪। ধারা ৯ এর উপধারা (৪) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ডেভেলপারকে ফর্ম-৪ এ পরিষ্করণ প্রমাণ পত্র সার্টিফিকেট অফ ক্লিয়ারেন্স) প্রদান করবেন।

আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান ঃ-

১১ ধারার উপধারা (ক) অনুসারে এই আইনের কোনও অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে কোনও ব্যক্তি গাছ কাটলে বা মূলোৎপাটন করলে বা ভূপতিত গাছ বিক্রী করে দিলে তার এক বছর পর্যন্ত কারাবাস বা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রয়োজনীয় গাছ লাগানো হচ্ছে তার জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

১১ ধারার উপধারা (খ) অনুসারে যদি কোনও ব্যক্তি ও উন্নয়ন এজেন্সী বা প্রমোটারের শিল্পদ্যোগী ধারা ৯-এর উপধারা (৪) অনুযায়ী অনুমোদিত বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা রূপায়ণ না করতে পারে তবে তার দুবছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে বা উভয়ই হতে পারে।

কোথায় আবেদন করবেন ঃ-

কলকাতা এবং বিধান নগর অঞ্চলের জন্য বিভাগীয় বনাধিকারিক, বনউপযোগ বিভাগ (Divisional Forest Officer, Forest Utilisation Division) ৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০০১ (দূরভাষ-০৩৩-২২৩০-২৭৭৪ এবং ০৩৩-২২৩১-২৩১৩, ফ্যাক্স-০৩৩-২২৩০-২৭৭৪) এবং জেলা বা গ্রামীণ এলাকার জন্য স্থানীয় ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিস অথবা নিকটবর্তী রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করুন।

তফশিলি আদিবাসী ও অন্যান্য ঐতিহ্যশালী অরণ্যবাসী (বন অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬

আইনটির মূল জিনিসটা হচ্ছে বনে বসবাসকারী তফশিলি আদিবাসী ও বনের অন্যান্য ঐতিহ্যিশালী বাসীদের স্বীকৃতি দেওয়া ও বন অধিকার প্রদান করা।

বনে বসবাসকারী তফশিলি আদিবাসীদের সংজ্ঞা ঃ-

তফশিলি আদিবাসীর অন্তর্ভূক্ত কোনও সদস্য যিনি প্রাথমিকভাবে বনে বা বনভূমিতে বাস করেন ও প্রকৃত জীবিকার প্রয়োজনে বন বা বনভূমির উপর নির্ভর করেন [ধারা ২ (সি)]

অন্যান্য ঐতিহ্যশালী অরণ্যবাসীর সংজ্ঞা ঃ-

যে কোনও ব্যক্তি / সম্প্রদায় যিনি ১৩/১২/২০০৫ এর আগে পর্যন্ত অন্ততঃ তিন পরুষ ধরে বনে বা বনভূমিতে প্রাথমিকভাবে বসবাস করছেন ও যথার্থ জীবিকার প্রয়োজনে বন বা বনভূমির উপরে নির্ভরশীল [ধারা ২ (৩)]

বনভূমির সংজ্ঞা ঃ-

বনাঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত অশ্রেণীভূক্ত অরণ্য, সুরক্ষিত অরণ্য, সংরক্ষিত অরণ্য, অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান সহ কোনও ভূমি [ধারা ২ (ডি)]

আইন অনুসারে বন বসবাসকারী তফশিলি আদিবাসী ও অন্যান্য ঐতিহ্যশালী অরণ্যবাসীদের প্রদত্ত অরণ্যের অধিকার ঃ-

১। বসবাস ও জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত নিজ নিজ চাষের জন্য বনভূমি ধরে রাখা ও বনে বাস করার অধিকার যদি দাবিদার ১৩/১২/২০০৫ এর পূর্বে উক্ত জমি দখল করে থাকেন [ধারা ৪ (৩)]। এইরূপ জমির পরিমাণ প্রকৃতদখলে থাকা অঞ্চল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং চার হেক্টরের সীমা ছাড়বে না [ধারা ৪ (৬)]।

২। বসবাস ও জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত নিজ নিজ চাষের জন্য বনভূমি ধরে রাখা ও বনে বাস করার অধিকার [ধারা ৩ (১) (এ)]।

৩। সম্প্রদায় অধিকার যেমন রাজোচিত রাজ্য ও জমিদারির রাজত্বে ভোগ করার অধিকার সহ নিস্তার [ধারা ৩ (১) (বি)]।

৪। মালিকানার অধিকার সংগ্রহ করা, ব্যবহার করা, ও এম এফ পি বিলি করার অধিকার [ধারা ৩ (১) (সি)]।

৫। মাছ সংগ্রহ ও অন্যান্য জলজ উৎপাদিত বস্তু সংগ্রহের অধিকার, পশুচারণা ও যাযাবর/ মেষপালক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যময় মরশুমি সম্পদের অধিকার [ধারা ৩ (১) (ডি)]।

৬। বনভূমির উপর পাট্টা বা লিজ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত অনুদান স্বত্ত্বে পরিবর্তিত হবার অধিকার [ধারা ৩ (১) (জি)]।

৭। নিষ্পত্তির অধিকার ও সকল বনস্থিত গ্রাম, পূরাতন বাসস্থান, জরিপ না করা গ্রাম ও বনের অন্যান্য গ্রাম নথিভূক্ত বা প্রজ্ঞাপিত হোক বা না হোক তার রাজত্ব গ্রামে পরিবর্তিত হবে [ধারা ৩ (১) (এইচ)]।

৮। সুরক্ষা করা, পুনরুৎপাদন করা, স্থায়ী ব্যবহারের জন্য কোনও সমষ্টিগত বন সম্পদ পরিচালন করার অধিকার [ধারা ৩ (১) (১)]।

৯। বিকল্প জমি সহ পুনর্বাসনের অধিকার এমন ক্ষেত্রে যেখানে বসবাসকারী তফশিলি আদিবাসী ও অন্যান্য ঐতিহ্যশালী বনবাসীদের বেআইনী ভাবে উচ্ছেদ হয়েছে বা পুনর্বাসনের বৈধ অধিকার না পেয়ে ১৩/১২/২০০৫ সালের আগে

বনভূমি থেকে সরানো হয়েছে [ধারা ৩ (১) (এম)]।

১০। শিকার বা ফাঁদ পাতা বা যে কোনও প্রজাতির বন্যপ্রাণীর শরীর থেকে অংশ বার করে নেওয়া ব্যতীত অন্য কোনও ঐতিহ্যময় অধিকার [ধারা ৩ (১) (১)]।

বন অধিকারের বাধানিষেধ ঃ-

১। বনের অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি সাধ্য কিন্তু হস্তান্তর যোগ্য নয় এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে নিবিন্ধিত হবে [ধারা ৪ (৪)]।

২। অরণ্যের অধিকারের অন্তর্ভূক্ত নয় শিকার বা ফাঁদপাতা বা বন্যপ্রাণীর শরীর থেকে কোনও অংশ বের করে নেওয়ার মত ব্যাপার [ধারা ৩ (১) (১)]।

৩। আইনে অপ্রধান বনজ সম্পদের সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত মূল উদ্ভিদ সামগ্রী [ধারা ২ (১)]। সুতরাং এম এফ পি সম্পর্কিত অরণ্যের অধিকার জন্তু বা জন্তুদের উৎপাদিত বস্তু যেমন হরিণের শিং, চামড়া, ডিম প্রভৃতিকে অন্তর্ভূক্ত করে না।

উদ্ভিদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা ঃ-

বসবাসকারী তফশিলি আদিবাসি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী অরণ্যবাসীকে তাদের পেশা থেকে, বনভূমি থেকে উচ্ছেদ বা অপসারিত করা যাবে না যতক্ষন না পর্যন্ত স্বীকৃতি ও যাচাই করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ হচ্ছে [ধারা ৪ (৫)]।

অরণ্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০ থেকে ছাড় ঃ-

১। এন পি ভি-র প্রয়োজনীয় জিনিস ও ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন [ধারা ৪ (৭)] সহ অরণ্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০-র সংস্থান থেকে অরণ্যের অধিকারের অর্পণ ছাড় পাচ্ছে।

২। গ্রামসভা কর্তৃক অনুমোদিত অরণ্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০-র ব্যবস্থা নির্বিশেষে আইনটি কেন্দ্রীয় সরকারকে (অর্থাৎ ধারা ১১ অনুসারে আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক) কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য বনভূমি পরিবর্তনের অনুমতি দেয় (যেমন, বিদ্যালয়, ওষুধের দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি, ন্যায্যমূল্যের দোকান, বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন, পুকুর ও অন্যান্য ছোট ছোট সেচখাল, শক্তির অপ্রচলিত উৎস, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাস্তা ও সমষ্টি কেন্দ্র) যদি, সংশ্লিষ্ট বনভূমির আকার এক হেক্টরের কম হয়। প্রতি হেক্টর ৭৫ টির বেশি গাছ কাটা, প্রতিটা ক্ষেত্রের ও আলোচ্য কাজের অন্তর্ভূক্ত নয় [ধারা ৩ (২)]।

আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ ঃ-

১। আইন (ধারা ১১)-এর সংস্থানের জন্য ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক হচ্ছে নোডাল এজেন্সি।

২। আইনটি নিম্নে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষদের স্বীকৃতি ও অরণ্যের অধিকার অর্পণের জন্য স্বীকৃতি দেয়।

(ক) গ্রাম সভা দাবি গ্রহণকারী, তাদের একীকৃত করা ও যাচাই করা, মানচিত্র তৈরি করা, মানচিত্র তৈরি করা যা দেখাবে অনুমোদিত দাবির কাজের এলাকা, দাবি সম্পর্কে অনুমোদন কার এবং উপ-বিভাগীয় স্তরে কমিটির নিকট তা পেশ করা [ধারা ৬ (১)]।

(খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপ-বিভাগীয় স্তরে কমিটি গ্রাম সভা কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবের যাচাইকরণ, গ্রাম সভার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির পেশ করা আবেদন গ্রহণ করা ও নিষ্পত্তি করা, অরণ্য অধিকারের নথি বানানো এবং তা জেলাস্তরের কমিটির নিকট পেশ করা [ধারা ৬ (২) এবং (৩)]।

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত জেলাস্তরীয় কমিটি (উপ-বিভাগীয়স্তরীয় কমিটি) কর্তৃক তৈরী হওয়া অধিকারের

নথি পরীক্ষা করা, এবং চূড়ান্তভাবে তা অনুমোদন করা, এস এল ডি সি-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট ব্যক্তির পেশ করা আবেদনের নিষ্পত্তি করা [ধারা ৬ (৪) এবং (৫)] অধিকারের নথি সম্পর্কে ডি এল সি-র সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হবে [ধারা ৬ (৬)]।

(ঘ) রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত রাজ্য স্তরের কমিটি (এল এল এম সি) যা স্বীকৃতি প্রক্রিয়া ও অরণ্যের অধিকার অর্পণের নজরদারি করবে এবং নোডাল এজেন্সির নিকট এরূপ বিবরণী ও নথিপত্র পেশ করবে যার ব্যাখ্য ঐ এজেন্সি চাইতে পারে।

সঙ্কট পূর্ণ বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ঃ-

যদিও আইনটি জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ সব রকমের অরণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে পুরো বা আংশিক বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যকে পুরো বা আংশিক বন্যপ্রাণীর বাসস্থান হিসাবে শনাক্ত করা ও ঘোষণা করার জন্য এই আইনের, ধারা ৪ (২) [ধারা ২ (বি)-র সাথে পড়তে হবে] অনুসারে ব্যবস্থা আছে।

পরিবেশ উন্নয়ন কমিটির উপর প্রস্তাব

পরিবেশ - উন্নয়ন কমিটির উপর প্রস্তাব নং ৩৮৪১-ফর/ডি/১১এম-৭৯৫ তাং ২৬ জুন, ১৯৯৬।

কার্যতঃ বনবিভাগ রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনের একটি বৃহৎ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং অনেকগুলি বন্যপ্রাণী সুরক্ষিত অঞ্চল অর্থাৎ অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান এই উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। এতদৃষ্টে কার্যসূচির সফল রূপায়ণ স্থানীয় লোকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও ব্যাপকভাবে কার্যে শামিল হওয়ার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং বর্তমানে মাননীয় রাজ্যপাল সন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। বন্য-প্রাণী সংরক্ষিত এলাকার (অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান) রক্ষা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ও সদস্যদের কর্মসূচী বা এই প্রস্তাবে প্রদত্ত শর্ত পালন সাপেক্ষ।

এই কমিটি সম্পর্কিত গঠন, কর্তব্য ও ক্রিয়াকর্ম, উপস্বত্ব ভোগের সুবিধা ও নিয়ন্ত্রিত উপায়গুলি নিম্নরূপে হবে।

১। গঠনঃ-

(ক) সুরক্ষিত অঞ্চলের বিভাগীয় বনাধিকারিক/ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (এখানে বন আধিকারিক হিসেবে উল্লেখিত) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির ''বন-ও-ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি''-র সহিত পরামর্শ করে এই প্রস্তাবের কাঠামোর মধ্যে পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি (ই ডি সি) সদস্য নির্বাচিত করবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট সুরক্ষিত অঞ্চলের আশেপাশে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বসবাসকারী সাধারণ লোকেরাই সদস্য হবে। সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে থাকা প্রতিটা পরিবার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটির সদস্য হতে পারেন যদি এরূপ পরিবার ও তার মহিলা সদস্যরা সংরক্ষণের কাজে আগ্রহী হন।

(গ) প্রতিটি পরিবারের স্বাভাবিক ভাবেই যুগ্ম সদস্যপদ থাকবে (অর্থাৎ স্বামী সদস্য হলে স্ত্রী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদস্য হবেন বা বিপরীতভাবে স্ত্রী সদস্য হলে স্বামীও সদস্য হবেন)। দুজনের মধ্যে যে কেউ পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার যে কোনও সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রয়োগ করতে পারেন।

(ঘ) সংশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার সমিতির সুপারিশ নিয়ে বন আধিকারিক ই ডি সি-র সংবিধান অনুমোদন করবেন।

(ঙ) সংশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এরূপ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য দেবে যাতে তাদের কাজকর্ম বাধাহীন ও যথাযথ হয়।

(চ) নিজ নিজ জিলা পরিষদের ''বন ও ভূমি সংস্কার সমিতি'' ই ডি সি-র কার্যকলাপ নজরদারি করবে, তত্ত্বাবধান করবে ও পর্যালোচনা করবে।

(ছ) কমিটিকে দেওয়া বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রতিটি ই ডি সি নির্বাহী কমিটি পালন করবে।

(জ) নির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপে হবে।

(অ) স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার ''সমিতি''-র সভাপতি বা যে কোনও সদস্য যিনি সভাপতি..... সদস্য কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

(আ) স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান বা কোনও সদস্য যিনি প্রধান ..... সদস্য কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

(ই) সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, যা মোট সদস্যপদের দশ শতাংশের অধিক নয়, যা ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ছয় ও সর্বাপেক্ষা সদস্য সংখ্যা ১১ সাপেক্ষ নির্বাচিত সদস্যদের ৩০ শতাংশ অপেক্ষা কম নহে এরূপ মহিলা ..... সদস্য হবেন।

(ঈ) সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার ..... সদস্য আহ্বায়ক।

(ঝ) নির্বাহী কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সচিব নির্বাচিত করবেন যিনি যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করবেন।

(ঞ) যদি ই ডি সি/নির্বাহী কমিটিতে কোনওরকম পরিবর্তন বা কোনও কিছুর অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয়, তবে প্রাথমিক গঠনতন্ত্রের পর, নির্বাহী কমিটি বন আধিকারিকের নিকট যথাযোগ্য সুপারিশ করবে যা অনুমোদনের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির ''বন ও ভূমি সংস্কার সমিতি'' কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(ট) সদস্য আহ্বায়ক হিসাবে বিট অফিসার এবং সচিব নির্বাহী কমিটির সভা, বাৎসরিক, সাধারণ এবং ই ডি সি-র অন্যান্য সভা ডাকবেন।

(ঠ) নির্বাহী কমিটির প্রতিটা সভার কোরাম নির্বাচিত সদস্যদের ৫০ শতাংশ হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভার জন্য সাধারণ সদস্যদের ৩০ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে।

(ড) ই ডি সি-র প্রতিটা সভার জন্য একজন চেয়ার পার্সন নির্বাচিত হবেন।

২। কার্যকলাপ ঃ-

(ক) ই ডি সি-র সচিব একটি খাতা বা নিবন্ধ রাখবেন যাতে ই ডি সি-র সদস্যদের প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি থাকবে যেমন, নাম, পিতা/পতি বা পত্নীর নাম, ঠিকানা, বয়স, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, মনোনীত ব্যক্তির নাম, ইত্যাদি। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত যথাযথভাবে পূরণ করা মনোনয়ন ফর্ম রেজিস্টারে লাগিয়ে রাখতে হবে। স্থায়ী নথির জন্য এরূপ রেজিস্টার বন দফতরের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(খ) ই ডি সি-র সচিব একটি ''কার্যবিবরণ বই'' রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, যেখানে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণ এবং ই ডি সি-র বাৎসরিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণ সদস্য-আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়ক-এর স্বাক্ষর সহ নথিভুক্ত হবে।

(গ) ই ডি সি বাৎসরিক সাধারণ সভা প্রতি বছরে একবার করে ডাকবে যেখানে নির্বাহী কমিটিতে সদস্যদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা ছাড়াও ই ডি সি-র ক্রিয়াকলাপ এবং উপসত্ত্ব ভোগ করার অধিকার বিতরণের খুঁটিনাটি ও পরিবেশ উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার সভাতে পর্যবেক্ষক হবে।

(ঘ) প্রত্যেক ই ডি সি-র ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে একাউন্ট থাকবে এবং একটি সাধারণ ফান্ড থাকবে যাতে সদস্য এবং অন্য উৎস থেকে আসা অর্থ জমা হবে। নির্বাহী কমিটির লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী বিট অফিসার ও সচিব যুগ্মভাবে ফান্ডটি চালাবেন। এই একাউন্ট থেকে টাকা তোলা ও জমার বিবরণ অনুমোদনের জন্য প্রত্যেক বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করতে হবে।

৩। কর্তব্য ঃ

(ক) (অ) বন বিভাগের আধিকারিকদের সহিত যুগ্মভাবে ই ডি সি-র সদস্যদের মাধ্যমে অরণ্য ও অরণ্যে এবং অরণ্যের বাহিরে বিচরণকারী বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা।

(আ) বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টায় রত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিদ্বেষপূর্ণভাবে অরণ্যের এবং সেখানকার বন্য প্রাণীর ক্ষতি করা লোকেদের সম্বন্ধে বনাধিকারিকদের জ্ঞাত করা।

(ই) বন বিভাগের আধিকারিকদের সাথে যুগ্ম ভাবে এরূপ অনুপ্রবেশ, জবরদখল, পশুচারণ, অগ্নি সংযোগ, শিকার, চুরি বা ক্ষতি আটকানো।

(ঈ) উপরে উল্লেখিত যে কোনও অপরাধ সংগঠনকারী এরূপ ব্যক্তিকে আটক করার ব্যাপারে বন বিভাগের আধিকারিকদের সাহায্য করা।

(খ) (অ) ই ডি সি কর্তৃক সুরক্ষিত অঞ্চলে গৃহীত সকল বন সংক্রান্ত কার্যর সুষ্ঠ ও সময়োচিত রূপায়ণে বন দফতরকে সাহায্য করা।

(আ) অরণ্য ও বন্যপ্রাণ রক্ষার এবং ই ডি সি-র উপর ন্যস্ত অন্যান্য কর্তব্য ফর্মে ই ডি সি-র প্রত্যেক সদস্যকে শামিল করা।

(ই) বনবিদ্যা সংক্রান্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নির্বাচন বা নিয়োগ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা।

(গ) (অ) পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমের রূপায়ণ নিশ্চিত করা যাতে ই ডি সি-র সদস্যরা সর্বাধিক সুবিধা পান।

(আ) এটা নিশ্চিত করা যে সরকার কর্তৃক পরিবেশ-উন্নয়ন তহবিলে প্রদত্ত টাকা এবং সরকারের দেওয়া উপসত্ব ভোগের সুযোগ সুবিধা কোনও সদস্য কর্তৃক কোনওভাবে অপব্যবহৃত হয় নাই এবং যে কোনও রকম জবরদখল থেকে অরণ্য বা বনবাগিচা অঞ্চল মুক্ত রাখা।

(ঘ) (অ) ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯২৭ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত বন্যপ্রাণ (রক্ষা) আইন, ১৯৭২-এর বিধানের লঙ্ঘনকারী কোনও ব্যবস্থাকে বাধা দেওয়া।

(আ) বিশেষ কোনও সদস্যের বন/বন্যপ্রাণীর স্বার্থ বিরোধী কোনওরূপ পক্ষপাত দুষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ দেখামাত্র সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার/রেঞ্জ অফিসারকে জানানো যার ফলস্বরূপ এরূপ কার্য করা সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হবে।

(ই) ই ডি সি-র অনিষ্টকারী যে কোনও সদস্য সহ কোনও অপরাধীর বিরুদ্ধে ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯৭৭ বন্যপ্রাণ (রক্ষা) আইন, ১৯৭২ ও সেখানে করা বিধিসকল অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে বনাধিকারিকদের সাহায্য করা।

৪। পরিবেশ উন্নয়নজনিত কার্যকলাপ ঃ-

(ক) রেঞ্জ অফিসার, বন দফতরের বিট অফিসার এবং ই ডি সি-র সদস্যদের কার্যে শামিল করে পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যকলাপের ব্যাপারে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বানাতে হবে। অনেকগুলি বিকল্পের মধ্য থেকে প্রয়োজনভিত্তিক ও এলাকা নির্দিষ্ট কার্যসূচী নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার মধ্যে রাখতে হবে যা রূপায়ণের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী ও ব্যক্তি উভয়ের ভালর জন্য প্রযোজ্য। (প্রতিটি নির্বাচিত কর্মসূচীর সঙ্গে পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্ক আছে এবং এরূপ সম্পর্কে প্রতিটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় নির্বাচিত কর্মসূচীতে উল্লেখ করতে হবে।)

(খ) সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী অঞ্চলে চুরি, বে-আইনি পশুচারণ, অগ্নিসংযোগ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রদত্ত সুরক্ষার ই ডি সি-র অন্তর্ভূক্ত অনস্বীকার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বনাধিকারিক গ্রামের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য টাকা নাও দিতে পারেন যদি না তিনি সন্তুষ্ট হন এই ব্যাপারে যে উপরে বর্ণিত কাজে ই ডি সি-র শামিল হওয়ার শর্ত পূর্ণ হয়েছে।

(গ) প্রতিটি গ্রামের পরিবেশ উন্নয়ন কাজের জন্য ই ডি সি-র সদস্যরা বিনিয়োগের একটা শতকরা অংশ নগদে শ্রমে এবং/বা প্রকৃত সম্পদ পাবেন। চুক্তি মাফিক মূল্য অংশ বন্টন ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত হবে।

(ঘ) বন দফতরের হয়ে রেঞ্জ অফিসার ও ই ডি সি-র পক্ষে সচিব ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করবেন।

৫। অন্য সম্পদ ভোগ করার সুযোগ সুবিধা ঃ-

(ক) বন্যপ্রাণ সংরক্ষিত অঞ্চল থেকে ঃ-

(অ) রাজ্য সরকারকে সন্তুষ্ট করে সংরক্ষিত এলাকার চিহ্নিত অঞ্চলগুলি থেকে বনজ সম্পদের কিছু সামগ্রীর সংগ্রহ এবং অপসারণ সেখানকার বন্যপ্রাণীর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়। মুখ্য বন্যপ্রাণ অবধায়ক এরূপ সংগ্রহ ও অপসারণের ব্যাপারে অনুমতি দিতে পারেন। ই ডি সি-র সদস্যরা এরূপ রয়্যালটি যুক্ত বনজসম্পদ সমভাগে পাওয়ার যোগ্য হবেন, কিন্তু যখন সরকারি এজেন্সি কর্তৃক সংগৃহীত হবে সংগ্রহ মূল্য প্রদত্ত হবে নিম্নরূপে।

(১) ভেসে আসা এবং বনজসম্পদ থেকে প্রাপ্ত দন্ড বা লগির সেগুনের ক্ষেত্রে ৬০ সেমি বি এইচ জি পর্যন্ত ও অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে ৯০ সেমি বি এইচ জি পর্যন্ত ২৫ শতাংশ অংশ।

(২) জ্বালানী কাঠ (ভেসে আসা এবং বন আগাছা অপসারণ থেকে প্রাপ্ত) গোলপাতা/তালপাতা/ অন্যান্য ঘাস (আগুন ধরা প্রবণ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত) নির্দিষ্ট ভক্ষন অযোগ্য ফল, শুঁটি বা সীমের দানা, ফুল, বীজ ফাঙ্গাস এবং পাতার একশো শতাংশ।

(আ) সংরক্ষিত অঞ্চলে ভ্রমণ, গাড়ি চলাচল, ছবি তোলা এবং এরূপ সম্পর্কিত কাজের জন্য প্রাপ্ত সরকারি আয়ের ২৫ শতাংশ পাওয়ার যোগ্য হতে হলে ই ডি সি-র সদস্যদের নূন্যতম এক বছরের জন্য সরকারি আধিকারিককে সন্তুষ্ট করে সংরক্ষিত এলাকাকে সুরক্ষা দিতে হবে।

(ই) উপরে উল্লেখিত অন্য সম্পদের ভাগ বসাবার সুযোগ বন্যপ্রাণ ব্যবস্থাপন ও অন্যান্য সম্পর্কিত ব্যাপারের উপর সময়ে সময়ে আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ।

(খ) অ-বনাঞ্চল থেকে ঃ-

(অ) গ্রামের পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম হিসাবে সরকারি জমিতে বানানো বাগিচা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদিত বস্তুর অংশ বন্টন নিম্নরূপে হবে।

(১) ই.ডি.সি.-র চিহ্নিত সদস্যদের যারা ফসল কাটবে তাদের আস্ত ফসলের ১০০ শতাংশ দিতে হবে।

(২) চূড়ান্ত ফসল তোলার সময়ে প্রাপ্ত সম্পদ ও জ্বালানী কাঠের ১০০ শতাংশ অংশ সমানুপাতে ই ডি সি-র প্রত্যেক সদস্যকে দিতে হবে।

(৩) ই ডি সি-র তহবিলে জমার জন্য বনাধিকারিক কাঠ ও দপ্তর কর্তৃক অন্তিম সংগ্রহের বিক্রয় মূল্য থেকে পুনর্বনায়নের খরচ বাদ দেবেন। বাকি অর্থ ই. ডি. সি.-র প্রত্যেক সদস্যদের নিকট সমানুপাতে বিতরিত হবে।

(আ) ই. ডি. সি.-র প্রত্যেক সদস্য গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সুবিধা ভিত্তিক গ্রাম্য পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ এবং পরিষেবাসকল সমানুপাতে ভোগ করবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুবিধাভিত্তিক পরিবেশ উন্নয়ন কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ ও পরিষেবা ভোগ করবেন।

৬। সদস্যদের অবসান, ই ডি সি আবেদন প্রভৃতি ভেঙে দেওয়া ঃ-

(অ) ইতিপূর্বে বলা কোনও শর্ত না মানতে পারা ও ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯২৭ বন্য প্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২ বা তন্নিম্নে কৃত কোনও বিধি লঙ্ঘন করা বোঝাবে নিম্নে (অ) এবং (ই)-তে উল্লেখিত বনদপ্তরের

আধিকারিক কর্তৃক ব্যক্তির সদস্যপদ বাতিল করা এবং কার্যনির্বাহী কমিটি বা ই ডি সি ভেঙ্গে দেওয়া।

(আ) বন আধিকারিক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার সমিতি-র অনুমোদন নিয়ে উপরে উল্লেখিত কারণে কোনও কার্যনির্বাহী কমিটি/ই ডি সি ভেঙ্গে দেওয়ার মত যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী হবেন।

(ই) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিক ই ডি সি-র কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিয়ে উপরে লিখিত কারণে ব্যক্তির সদস্যপদ বাতিল করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী হবেন যা বনাধিকারিক অনুমোদন করতে পারেন।

(ঈ) রেঞ্জ অফিসার কর্তৃক গৃহীত এরূপ কোনও দন্ডমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও আবেদন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে বনাধিকারিকের নিকট পাঠাতে হবে।

(উ) বনাধিকারিকের এরূপ কোনও দন্ডমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন বিষয়টির অবস্থা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চক্র বনপাল বা মুখ্য বনপালের নিকট সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদের মাধ্যমে পেশ করতে হবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

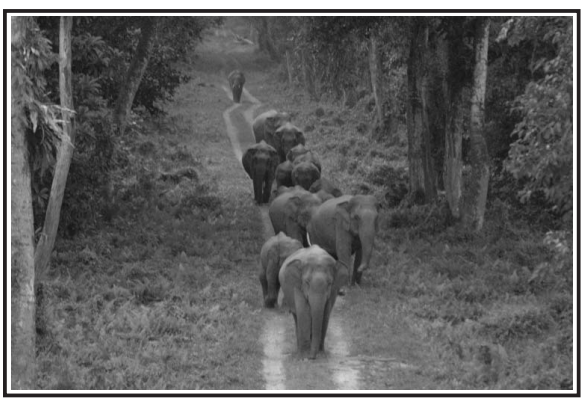

জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং (দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল এলাকা ছাড়া) মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও হুগলীতে অবস্থিত জে এফ এম কমিটির উপর প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বন দফতর

বন শাখা

নং ঃ- ৫৯৬৯-ফর

পরিবেশ উন্নয়ন কমিটির উপর প্রস্তাব ঃ-

কার্যতঃ জাতীয় বন নীতি ১৯৮৮-ইহাকে বন পরিচালনের অন্যতম প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে বিবেচনা করে যে বন সম্প্রদায়গুলির উচিত অরণ্যের উন্নয়ন ও রক্ষার ব্যাপারে নিজেদের একান্ত করা যেখান থেকে তারা সুযোগ সুবিধা পায়। জাতীয় বন নীতি ১৯৮৮ উপজাতি ও অরণ্যের মধ্যে সম্পর্ককে স্বীকার করে ও উপজাতিদের অরণ্যের রক্ষা, পুনর্সৃষ্টি এবং উন্নয়নে শামিল করার জন্য অনুরোধ করছে।

কার্যত, জাতীয় বন নীতি, ১৯৮৮ অরণ্যের উন্নয়ন ও সুরক্ষা কাজে জনগণের অংশ গ্রহণ বিবেচনা করে এবং এই কারণে বনে বা বনের নিকটস্থ বসবাসকারী উপজাতি এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর জালানী কাঠ, পশুখাদ্য ও গৃহনির্মাণের জন্য ছোট কাঠ যেমন লকড়ি প্রভৃতির প্রয়োজনীয় বনসম্পদের প্রথম অধিকার বলে বিবেচিত হবে।

এবং এতদৃষ্টে তফশিলি আদিবাসী এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসী (বন অধিকার স্বীকার) আইন ২০০৬ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় ও বনাঞ্চলের সংরক্ষণকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে উপজাতিদের দায়িত্ব ও অধিকার স্বীকার করে।

এবং এতদৃষ্টে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যৌথ বন পরিচালন উন্নয়নে অগ্রদূরে ভূমিকা নিয়েছে যা সার্বিক ভাবে বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনের হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃত এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাফল্যের সহিত রূপায়িত। এতদৃষ্টে, বন দফতর রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমির পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যাতে উক্ত ভূমি উৎপাদনশীল অরণ্যে পরিণত হয়।

এবং এতদৃষ্টে উৎপাদন, উপরিউক্ত অরণ্যের ও বাগিচার রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ এবং কর্মসূচীর সফল রূপায়ণে স্থানীয় লোকেদের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়।

এই দফতরের প্রস্তাব নং ২৩৪০-ফর তাং ১৪-ই জুলাই, ২০০৪, ২৭৩১-ফর তাং ১৬ই আগষ্ট ২০০৪ এবং ২৭৫৬-ফর তাং ১৭ই আগষ্ট, ২০০৪ বাতিল করে মহামান্য রাজ্যপাল খুশি হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং (দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ এর অন্তর্গত অঞ্চল ব্যতীত) মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, হুগলী জেলায় অবস্থিত ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল এবং ক্ষয়প্রবণ অরণ্যর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যৌথ বন পরিচালন কমিটি গঠিত হবে এবং নির্দেশ দেন যে এরূপ যৌথ বন পরিচালন কমিটির গঠন, কর্তব্য ও কার্য এবং উপসত্ব ভোগ করার অধিকারজনিত সুযোগ সুবিধা সকল নিম্নরূপে হবে।

১। গঠন ঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি-র সহিত পরামর্শ করে বিভাগীয় বনাধিকারিক তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে ও এই প্রস্তাবের কাঠামোর মধ্যে যৌথ বন পরিচালন কমিটির গঠনতন্ত্রের জন্য সুবিধাভোগীদের বাছাই করবেন।

(খ) সাধারণভাবে সুবিধাভোগীরা সংশ্লিষ্ট বনের নিকটস্থ অঞ্চলে বসবাসকারী আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি হবে। বনের লাগোয়া অঞ্চলে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবারের যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য হওয়ার সুযোগ থাকবে যদি মহিলা সদস্য সহ এরূপ পরিবার বন রক্ষার কার্যে আগ্রহী হয়।

(গ) প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বাভাবিকভাবে যৌথ সদস্যপদের ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ যদি স্বামী সদস্য হয়, স্ত্রী আপনা আপনি সদস্যা হবে এবং উলটো টাও হতে পারে। দুজনের মধ্যে যে কোনও একজন বা উভয়েই অধিকার প্রয়োগের দ্বারা পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি সহ যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি-র অনুমোদন নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বনাধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য এরূপ কমিটিকে করবে যাতে তারা মসৃণভাবে ও যথাযথভাবে কাজ করতে পারে।

২। কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ-

(ক) কমিটির উপর ন্যস্ত বিভিন্ন কাজকর্ম চালানোর জন্য প্রতিটি যৌথ বন পরিচালন কমিটির একটি করে কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে ঃ-

(অ) সভাপতি বা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির যে কোনও সদস্য সভাপতি------ সদস্য কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

(আ) গ্রাম প্রধান বা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর কোনও সদস্য যিনি প্রধান/পুরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন বা স্থানীয় পুরসভার কোনও কাউন্সিলার যাকে মনোনীত করবেন উক্ত পুরসভার চেয়ারম্যান--------- সদস্য।

(ই) উপকৃতদের নির্বাচিত প্রতিনিধি---------সদস্য (যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সদস্যদের তিনজন এই শর্ত সাপেক্ষ যে অন্তত একজন সদস্য মহিলা এবং উপজাতি হবেন)

(ঈ) সংশ্লিষ্ট বিট আধিকারিক বা তার মনোনীত ব্যক্তি যিনি হবেন মুখ্য বনরক্ষী/বনরক্ষী/বন মজদুর/বন শ্রমিক পদমর্যাদার--------সদস্য সচিব।

(উ) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার----------সদস্য কর্তৃক একজন মুখ্য বনরক্ষী/বনরক্ষী/বন মজদুর/বন শ্রমিককে মনোনীত হতে হবে।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা প্রতিটা সভায় সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

(গ) নিজ নিজ জেলা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যকলাপ দেখভাল, তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) মেনে নেওয়া পদ্ধতি অনুসারে সদস্য সচিব কার্যকরী কমিটি এবং যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সভা ডাকবেন।

(ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপকৃতদের প্রতিনিধিরা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবছর নির্বাচিত হবেন যেখানে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিক পর্যবেক্ষক হবেন।

(চ) তিন বছরের অধিক সময়ের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির কোনও সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন না।

(ছ) যৌথ বন পরিচালন কমিটিগুলির মধ্যে ভাল সমন্বয় করার জন্য এবং যুগ্ম বন পরিচালনের কাজ আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে, যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সমন্বয় কমিটি বিট ও রেঞ্জ স্তরে গঠিত হবে। এরূপ সমন্বয় কমিটির গঠন ও কাজ প্রধান মুখ্য বনপাল কর্তৃক অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসরণ করবে।

৩। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তব্য ঃ-

(ক) যৌথ বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি খাতা চালু রাখবে যাতে উপকৃতদের (যারা কমিটির সদস্য) প্রয়োজনীয় বিশেষ তথ্য সকল দেওয়া থাকবে, অর্থাৎ, নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, বয়স, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, মনোনীত ব্যক্তির নাম, ইত্যাদি যথাযথভাবে পূর্ণ এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত মনোনয়ন ফর্ম খাতায় আটকানো থাকবে। এরূপ খাতা বা নিবন্ধ স্থায়ী নথি হিসাবে বন দফতরের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

(খ) যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি একটি কার্যবিবরণ বই চালু রাখবে যেখানে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যাবলী এবং যৌথ বন পরিচালন কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণ কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর সহ নথিভূক্ত হবে এবং সদস্য সচিব কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নথির জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিকের নিকট পাঠাতে হবে।

(গ) যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি বছরে একবার করে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করবে যেখানে কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপকৃতের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা ছাড়াও কমিটির কার্যকলাপ ও সম্পদ ভোগের সুযোগ সুবিধা বিতরণের বিস্তারিত তথ্য আলোচিত হবে।

(ঘ) প্রত্যেক দুই মাসে একবার করে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা মিলিত হবেন এবং চালু বনসংক্রান্ত কাজ, প্রস্তুতি ও অনুপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাজ প্রভৃতির রূপায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

৪। যুগ্ম বন পরিচালন কমিটি/কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী ঃ-

(ক) (অ) কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে অরণ্য/বাগিচা/বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

(আ) কমিটির সদস্যদের নিয়ে উক্ত অরণ্য/বাগিচা রক্ষা করা।

(ই) ইচ্ছাকৃতভাবে বা অশুভ উদ্দেশ্যে উক্ত অরণ্য/বাগিচা/বন্যপ্রাণীর ক্ষতি করা বা উক্ত এলাকায় চুরি করা এবং সেখানে অনুপ্রবেশ করা ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বন কর্মচারীদের অবহিত করা।

(ঈ) এরূপ বেআইনি অনুপ্রবেশ, জবরদখল, পশুচারণা, অগ্নি সংযোগ, শিকার, চুরি বা ক্ষতি আটকানো।

(উ) উপরে উল্লেখিত যে কোনও অপরাধ সংগঠনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের আটক করতে হবে বা তাদের আটক করার জন্য বনকর্মচারীদের সাহায্য করতে হবে।

(খ) (অ) বনদপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সমস্ত বন এবং বন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অবাধ ও সময়োচিত রূপায়ণ নিশ্চিত করা।

(আ) কমিটির প্রতিটা সদস্যকে বন/বাগিচা/বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কাজে ও কমিটির উপর ন্যস্ত অন্যান্য কর্তব্যপালনে শামিল করা।

(ই) অরণ্য সংক্রান্ত কাজ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নির্বাচন করা বা তাদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বন আধিকারিকদের সাহায্য করা।

(গ) (অ) বন দপ্তর কর্তৃক বনজ সম্পদের অবাধ সংগ্রহ সুনিশ্চিত করা।

(আ) নিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের নির্দিষ্ট অংশ কমিটির সদস্যদের (স্থায়ী সমিতি কর্তৃক রাখা তালিকা অনুযায়ী) মধ্যে যথাযথ বিতরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বন আধিকারিককে সাহায্য করা।

(ই) এটা নিশ্চিত করা যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বনজ সম্পদ ভোগ করার অধিকার কোনও সদস্যদ্বারা কোনওভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে না এবং বনাঞ্চল/বাগিচা এলাকা যে কোনওরকম জবরদখল থেকে মুক্ত।

(ঘ) (অ) ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯২৭-এর বিধান ও সেখানে করা কোনও আইন ও বিধি এবং বন্যপ্রাণী (রক্ষা) আইন, ১৯২৭ (যা সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর লঙ্ঘনকারী কোনও ক্রিয়াকলাপকে বাধা দেওয়া।

(আ) নির্দিষ্ট সদস্যের কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করা যাকে দেখা যাচ্ছে বিশেষ বনাঞ্চলের এবং বা/বন্যপ্রাণীর/রেঞ্জ আধিকারিকের স্বার্থ হানিকর কাজে যুক্ত তার ফলে অন্যায়কারী সদস্যর সদস্যপদ বাতিল হবে।

(ই) ভারতীয় অরণ্য আইন ১৯২৭, বন্যপ্রাণী (রক্ষা) আইন, ১৯৭২ ও সেখানে করা যে কোনও আইন ও বিধি অনুসারে অপরাধীর বিরুদ্ধেও আইন ভঙ্গকারী বা বন/বাগিচা/বন্যপ্রাণীর জীবন হানিকর কমিটির কোনও সদস্যর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বনাধিকারিকদের সাহায্য করা।

৫। সম্পদ ভোগ করার অধিকারজনিত সুযোগ সুবিধা ঃ-

(ক) সম্পদ ভোগ করার অধিকারের অংশ পাওয়ার জন্য যোগ্য হতে গেলে সদস্যদের অরণ্য ও বন্যপ্রাণী জন্তু ৫ বছরের জন্য রক্ষা করতে হবে।

(খ) সদস্যরা অরণ্যর কোনওরকম ক্ষতিসাধন না করে নিম্নলিখিত রয়্যালটি মুক্ত দফা সকল সংগ্রহ করার জন্য অধিকারী হবেন।

(অ) পড়ে থাকা পল্লব, ডালপালা, ঘাস ফল (কাজু ছাড়া) ফুল, মাশরুম, বীজ, পাতা ও যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সংগৃহীত আন্তঃ শস্য যা সময়ে সময়ে আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ, এই শর্ত যে এরূপ সংগ্রহ সংরক্ষিত অঞ্চলে অনুমোদিত হবে না।

(আ) সংরক্ষিত অঞ্চল ব্যতীত, অনুমোদিত অনুপরিকল্পনার উপর কঠোরভাবে ভিত্তি করে যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সদস্যদের বিনামূল্যে ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

(ই) যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সদস্যরা জ্বালানী কাঠ ও দন্ডের বিক্রয়লব্ধ নিট অর্থের ২৫ শতাংশ পাবেন। এই উদ্দেশ্যে দন্ডটি হবে সেগুন ছাড়া সব প্রজাতির জন্য ৯০ সেমি জি বি এইচ এর কম।

(ঈ) চূড়ান্ত কাঠ কাটার সময় প্রাপ্ত কাঠের নিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের ১৫ শতাংশ যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সদস্যরা পাবেন। যুগ্ম পরিচালন কমিটির অংশ বন বিভাগের অন্তর্গত সমস্ত যুগ্ম বন পরিচালন কমিটিতে সমভাবে বন্টিত হবে এবং তা হবে তাদের সদস্যদের সংখ্যার সমানুপাতিক হারে।

(গ) সংগৃহীত সব শাল বীজ এল এ এম পি এস (যেখানে ল্যাম্পস কাজ করছে) এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ উপজাতি উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেডের নিকট জমা রাখতে হবে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনুযায়ী ল্যাম্পস অনুমোদিত মাসুলে সদস্যদের অর্থ প্রদান করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অরণ্য আধিকারিক যোগ্য সদস্যদের তাদের পাওনা আনুপাতিক অংশ বাগিচা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগের অধিকারের অংশ বিতরণ করবেন।

(ঙ) সম্পদ ভোগ করার অধিকারের অংশ বনপোষ ও পরিচালন প্রয়োজনের জন্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দৃষ্টিকোন থেকে সময়ে সময়ে আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ হবে।

৬। সদস্যপদ বাতিল, কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া, আবেদন প্রভৃতি ঃ-

(ক) ইতিপূর্বে সন্নিবেশিত কোনও শর্ত না মানা হলে এবং ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯২৭ বন্যপ্রাণী (রক্ষা) আইন, বা আইনগুলি এবং বা তনিম্নে কৃত বিধিসকল লঙ্ঘন করলে ব্যক্তিগত সদস্যপদ বাতিল হতে পারে এবং বিষয়টির অবস্থা অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি/যুগ্ম বন পরিচালন কমিটিকে বন দপ্তরের আধিকারিকরা (নিম্নে (খ) ও (গ)-তে বর্ণিত) ভেঙে দিতে পারেন ঃ

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বনাধিকারিক বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি, পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ নিয়ে উপরে বর্ণিত কারণে যে কোনও কার্যনির্বাহী কমিটি/যুগ্ম বন পরিচালন কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অধিকারী হবেন।

(গ) বিভাগীয় বনাধিকারিক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন এমনকি উপরিউক্ত কারণে যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশে কোনও ব্যক্তির সদস্য পদ খারিজ করতে পারেন।

(ঘ) এরূপ কোনও দন্ড মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন রেঞ্জ আধিকারিক স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বনাধিকারিকের নিকট পাঠাবেন।

(ঙ) এরূপ কোনও দন্ডমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন বিভাগীয় বনাধিকারিক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চক্র বনপালের নিকট পেশ করতে পারেন এবং চক্র বনপালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে যৌথ বন পরিচালন কমিটির উপর প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বন দফতর

বন শাখা

নংঃ- ৫৯৭১-ফর **তাংঃ- ০৩.১০.২০০৮**

কার্যত ঃ- জাতীয় বনায়ন নীতি, ১৯৮৮ ইহা বন পরিচালনের অন্যতম একটি প্রয়োজনীয় জিনিস বলে বিবেচনা করে যে বন গোষ্ঠীগুলিকে অরণ্যের উন্নয়ন ও সুরক্ষার কাজে শামিল হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে যে বন থেকে তারা সুযোগ সুবিধা পায়। জাতীয় বন নীতি, ১৯৮৮ উপজাতি ও অরণ্যের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে স্বীকার করে, এবং অরণ্যের সুরক্ষা পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের কাজে উপজাতিদের যুক্ত করার ডাক দিচ্ছে।

কার্যত ঃ- জাতীয় বন নীতি, ১৯৮৮ অরণ্যের উন্নয়ন ও সুরক্ষার কাজে লোকেদের যুক্ত হওয়া বিবেচনা করে এবং কার্যতঃ, জ্বালানী কাঠ, পশুখাদ্য ও ছোট খাটো কাঠ যেমন উপজাতিদের বাড়ি নির্মাণ সামগ্রী ও বনে ও বনের নিকট বসবাসকারী অন্যান্য গ্রামবাসীদের বনজ সম্পদের উপর প্রথম অধিকার হিসাবে গণ্য হবে।

এবং কার্যতঃ তফশিলি আদিবাসী এবং অন্যান্য ঐতিহ্যশালী অরণ্যবাসী (বন অধিকারের স্বীকৃতি) আইন ২০০৬ জীবনবৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষণাবেক্ষণে আদিবাসীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করে এবং এভাবে বনাঞ্চলের সংরক্ষণ শক্তিশালী করা হয়।

এবং কার্যতঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যৌথ বন পরিচালনের উন্নয়নে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে বর্তমানে যা সার্বিকভাবে বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাফল্যের সাথে রূপায়িত হয়েছে।

এবং কার্যতঃ বন দফতর রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চলগুলিকে উৎপাদনশীল অরণ্যে পরিবর্তন করার জন্য পুনরুজ্জীবন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এবং কার্যতঃ উপরিউক্ত বন/বাগিচার সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা এবং কার্যক্রমের সফল রূপায়ণের জন্য স্থানীয় লোকেদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই ব্যাপারে পূর্বেকার সব প্রস্তাব বাতিল করে, মহামান্য রাজ্যপাল খুশি হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যৌথ বন পরিচালন কমিটি ক্ষয়প্রাপ্ত বন এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্ষয়প্রবণ অরণ্যগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত করতে হবে এবং নির্দেশ দিচ্ছেন যে এরূপ যৌথ বন পরিচালন কমিটি সম্বন্ধীয় গঠন, কর্তব্য ও কার্যক্রম, উপভোক্তা অধিকারেরর সুযোগ সুবিধা ও সংকোচন ব্যবস্থা সকল নিম্নরূপে হবে।

১। গঠন ঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি-র সাথে আলোচনা করে বিভাগীয় বনাধিকারিক যুগ্ম বন পরিচালন কমিটিগুলির গঠন তন্ত্র তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে ও এই প্রস্তাবের কাঠামোর মধ্যে তৈরি করার জন্য উপস্বত্বভোগীদের বাছাই করবেন।

(খ) উপস্বত্বভোগীরা সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট বনের নিকটস্থ অঞ্চলে বসবাসকারী আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেরা হবে। বনের নিকটস্থ বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবার ইচ্ছা করলে যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য হতে পারবে যদি এরূপ পরিবারের মহিলা সদস্য সহ বন রক্ষার কাজে আগ্রহী থাকে।

(গ) প্রত্যেকটা বাড়ির জন্য স্বাভাবিকভাবে যৌথ সদস্যপদের ব্যবস্থা থাকবে (অর্থাৎ যদি স্বামী সদস্য হন তবে স্ত্রী আপনা আপনি সদস্যপদ পাবে এবং উলটোও হতে পারে)। দুজনের মধ্যে যে কেউ যে কোনও ব্যাপারে পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি সহ যৌথ বন পরিচালন কমিটির গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির বন-ও-ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি-র সুপারিশে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত মসৃণভাবে ও যথাযথভাবে কাজ চালানোর জন্য এরূপ কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য করবে।

২। স্থায়ী কমিটি ঃ-

(ক) কমিটির উপর ন্যস্ত বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক যৌথ বন পরিচালন কমিটির একটি করে কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপে হবে ঃ-

(অ) কর্মাধ্যক্ষ বা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কারে স্থায়ী সমিতি যিনি কর্মাধ্যক্ষ ---------- সদস্য কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

(আ) গ্রাম প্রধান বা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোনও সদস্য যিনি প্রধান---------- সদস্য কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

(ই) উপকৃতদের----------সদস্য নির্বাচিত প্রতিনিধি।

(ঈ) সংশ্লিষ্ট বিট আধিকারিক বা তার মনোনীত ব্যক্তি যিনি প্রধান বনরক্ষী/বনরক্ষী/বন মজদুর/বন শ্রমিক পদমর্যাদার---------- সদস্য সচিব।

(উ) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিক----------সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান বনরক্ষী/ বনরক্ষী/বন মজদুর/বন শ্রমিক। কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যরা প্রত্যেক সভায় সভাপতিকে নির্বাচিত করবেন।

(গ) সদস্য সচিব মতৈক্য অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি এবং যৌথ বন পরিচালন কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপকৃতদের প্রতিনিধি প্রতি বছর কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত হবেন যেখানে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিক পর্যবেক্ষক হবেন।

(ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির কোনও সদস্য তিন বছরের বেশি সময়ের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন না।

(চ) নিজ নিজ জিলা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যকলাপ দেখভাল, তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনা করবেন।

(ছ) যৌথ বন পরিচালন কমিটিগুলির মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় ও যৌথ বন পরিচালন-এর কাজকর্ম আরও সুদৃঢ় করার জন্য যৌথ বন পরিচালন কমিটিগুলির কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিট ও রেঞ্জ স্তরে গঠিত হবে। এরূপ সমন্বয় কমিটির গঠন ও কাজকর্ম প্রধান মুখ্য বনপাল কর্তৃক অনুমোদিত করা নির্দেশিকা অনুসরণ করবে।

৩। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তব্যসকল ঃ-

(ক) যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি একটি খাতা রাখবে যাতে উপকৃত ব্যক্তিদের (যারা কমিটির সদস্য)

প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য থাকবে। অর্থাৎ, নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স পরিবারের সদস্য সংখ্যা মনোনীত ব্যক্তির নাম, প্রভৃতি। যথাযথভাবে পূরণ করা মনোনয়ন ফর্ম কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা অনুমোদন হবে ও খাতাতে তা আটকে রাখতে হবে। এরূপ খাতা স্থায়ী নথির জন্য বন দফতরের সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

(খ) যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি একটি কার্যবিবরণ বই রক্ষণাবেক্ষণ করবে যাতে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যাবলী এবং যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যাবলী কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরের জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিকের নিকট পাঠাতে হবে।

(গ) যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি বছরে একবার করে বার্ষিক সাধারণ সভা করবে যেখানে কমিটির কার্যাবলী এবং কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপকৃত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা ছাড়া সম্পদ ভোগের আধিকারের সুযোগ সুবিধা বিতরণের বিস্তারিত তথ্য আলোচিত হবে।

(ঘ) প্রত্যেক দুই মাস অন্তর কার্যনির্বাহী কমিটি সাক্ষাৎ করবে ও চালু বন সংক্রান্ত কাজ, অনুপরিকল্পনার প্রস্তুতি ও রূপায়ণ ও অন্যান্য কাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

৪। যৌথ বন পরিচালন কমিটির / কার্যনির্বাহী কমিটির কাজকর্ম ঃ-

(অ) (ক) কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে বন/বাগিচা/বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

(খ) কমিটির সদস্যদের নিয়ে উক্ত বন/বাগিচা রক্ষা করা।

(গ) বে আইনি অনুপ্রবেশকারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত বন/বাগিচা/বন্যপ্রাণীর ক্ষতিকারক বা সেখানে চুরির জন্য প্রবেশকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বন আধিকারিকদের অবহিত করা।

(ঘ) এরূপ বে-আইনি অনুপ্রবেশ, আত্মসাৎ, পশুচরানো, অগ্নিসংযোগ, শিকার, চুরি বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

(ঙ) উপরে উল্লেখিত যে কোনও অপরাধ সংগঠনকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করা বা বন আধিকারিকদের এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ধরতে সাহায্য করা।

(আ) (ক) বন দফতরের আধিকারিকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বন সংক্রান্ত ও বনপ্রান্তিক অঞ্চলে গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মসৃণ ও সময়োচিত রূপায়ণ সুনিশ্চিত করা।

(খ) বন/বাগিচা/বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও কমিটির উপর ন্যস্ত অন্যান্য কর্তব্যের সম্পন্ন করার কাজে কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে শামিল করা।

(গ) অরণ্যের প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের জন্য শ্রমিকদের নির্বাচিত ও কাজে লাগানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বনাধিকারিকদের সাহায্য করা।

(ই) (ক) বন দফতর কর্তৃক বনজ সম্পদের মসৃণ উৎপাদন সুনিশ্চিত করা।

(খ) নিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের নির্দিষ্ট করা অংশ কমিটির সদস্যদের (স্থায়ী সমিতির করা তালিকা অনুযায়ী) মধ্যে যথাযথ বিতরণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বনাধিকারিককে সাহায্য করা।

(গ) এটা নিশ্চিত করা যে সরকারি অনুমতি প্রাপ্ত সম্পদ ভোগ করার অধিকার কোনও ভাবে কোনও সদস্যর দ্বারা অপব্যবহৃত হচ্ছে না এবং বনাঞ্চল বাগিচা অঞ্চল যে কোনও রকম জবর দখল থেকে মুক্ত আছে।

(ঈ) (ক) ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯৭৭-এর বিধান ও তন্নিম্নে কৃত কোন আইন ও বিধি এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত বন্য প্রাণী (রক্ষা) আইন, ১৯৭২-এর লঙ্ঘনকারী কোনও কাজকর্ম প্রতিরোধ করা।

(খ) বিশেষ সদস্যর বিশেষ বাগিচা বনাঞ্চল (বন্যপ্রাণীর জীবনের স্বার্থের পক্ষে হানিকর কোনও কাজকর্ম) সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট বিট আধিকারিক/রেঞ্জ আধিকারিককে অবহিত করা যার ফলে দোষী সদস্যর সদস্যপদ খারিজ হতে পারে।

(গ) ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯৭৭ এবং বন্যপ্রাণী (রক্ষা) আইন, ১৯৭২ এবং তন্নিম্নে কৃত কোনও আইন ও বিধি অনুসারে কমিটির দোষী সদস্য ও আইন লঙ্ঘনকারী ও বনাঞ্চল/বাগিচা/বন্যপ্রাণী হানিকর অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে বন আধিকারিকদের সাহায্য করা।

৫। স্বত্ত্ব ভোগ করার অধিকারের সুযোগ সুবিধা ঃ-

(ক) এই কার্যক্রম অনুসারে স্বত্বের অংশ ভোগ করার অধিকারী হতে হলে সদস্যদের অন্তত পাঁচ বছর ধরে অরণ্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করতে হবে।

(খ) অরণ্যের ক্ষতি না করে সদস্যরা নিম্নলিখিত রয়্যালটি মুক্ত বস্তুগুলি সংগ্রহ করার অধিকারী হবে।

(অ) ডাল, পল্লব, ঘাস, ফল (কাজু বাদাম ছাড়া) ফুল, মাশরুম, বীজ, পাতা ও সময়ে সময়ে আরোপিত কোনও বিধিনিষেধ সাপেক্ষ যুগ্ম বন পরিচালন কমিটি দ্বারা উৎপাদিত আন্তঃশস্য অঞ্চলে সংগ্রহ করা যাবে না।

(আ) অনুমোদিত অনুপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে সংরক্ষিত অঞ্চল ছাড়া নিঃশর্তভাবে যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সদস্যরা ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে পারবেন।

(ই) জ্বালানী কাঠ ও দন্ডর নিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ যুগ্ম বন পরিচালন কমিটির সদস্যরা পাবেন যা বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার্য ঝোপ ছাঁটার সময় পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে দন্ডটির আকার সেগুন ছাড়া সকল শ্রেণীর জন্য ৯০ সে মি জি বি এইচ-এর নীচে হবে। সেগুন কাঠের ক্ষেত্রে জি. বি. এইচ হচ্ছে ৬০ সে মি।

(গ) সংগৃহীত সমস্ত শাল বীজ ল্যাম্প এর মাধ্যমে (যেখানে ল্যাম্প কাজ করছে) পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসি উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড এর নিকট জমা রাখতে হবে এবং অনুমোদিত মাশুলে ল্যাম্প প্রত্যেক সদস্যর ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনুযায়ী তাদের অর্থ প্রদান করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বনাধিকারিক যোগ্য সদস্যদের বনজ সম্পদ থেকে তাদের অধিকার ভোগের পাওনা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত সন্তোষজনক কার্য সম্পাদনের পর মিটিয়ে দেবে।

(ঙ) ভোগের অধিকারের অংশ বনপোষ ও পরিচালন প্রয়োজন সংক্রান্ত ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দৃষ্টিকোন থেকে সময়ে সময়ে আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ পাওয়া যাবে।

৬। সদস্যপদ বাতিল, কমিটি ভেঙে দেওয়া, আবেদন প্রভৃতি ঃ-

(ক) ইতিপূর্বে উল্লেখিত কোনও শর্ত না মানতে পারা এবং ভারতীয় অরণ্য আইন, ১৯২৭-এর বিধান, বন্যপ্রাণী (রক্ষা) আইন, বা তন্নিম্নে কৃত আইন সকল এবং/বা বিধি সকল লঙ্ঘন বোঝাবে ব্যক্তিগত সদস্যপদ বাতিল এবং/বা নিম্নে (খ) ও (গ)-তে উল্লেখিত ব্যবস্থামত বন দফতরের আধিকারিকরা ব্যক্তিগত সদস্যপদ বাতিল করতে পারবেন এবং/বা বিষয়টির অবস্থা অনুযায়ী কার্যনির্বাহী/যুগ্ম বন পরিচালন কমিটি ভেঙে দিতে পারবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বনাধিকারিক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবেন, এমনকী বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি, পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ নিয়ে উপরে উল্লেখিত কারণে কার্যনির্বাহী কমিটি/যুগ্ম বন পরিচালন কমিটি ভেঙে দিতে পারেন।

(গ) বিভাগীয় বনাধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ আধিকারিক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এমনকি উপরে উল্লেখিত কারণে, যুগ্ম বন পরিচালন কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশে কোনও সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারেন।

(ঘ) রেঞ্জ আধিকারিকের নেওয়া এরূপ কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বনাধিকারিক-এর নিকট পেশ করা যেতে পারে।

(ঙ) বিভাগীয় বনাধিকারিকের নেওয়া এরূপ কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মুখ্য বনপালের নিকট পাঠানো যেতে পারে যেখানে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

আদেশ

আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে আদেশটি কলকাতা গেজেটে প্রচারিত হোক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হোক।

রাজ্যপালের আদেশবলে
স্বাক্ষর

(শ্রীমতি শীলা নাগ, আই. এ. এস.)
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম সচিব

গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে সারিবদ্ধ বন হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলী

বিজ্ঞপ্তি নং ২৯৯৪ তারিখ ১২/০৭/১৯৮৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তর বনায়নের এক ব্যাপক প্রকল্প শুরু করেছেন। এই প্রকল্পের একটি অঙ্গ হচ্ছে পূর্ত ও সেচ দপ্তরের এবং পঞ্চায়তের মালিকাধীন রাস্তা ও খালের জমিতে সারিবদ্ধ আবাদীবন সৃজন। এই প্রকল্পকে সফল করার জন্য জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এই কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্ট আবাদী বনে উৎপাদিত সম্পদের কিছু অংশ জনসাধারণকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাতে প্রকল্পটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় এবং এই বন সৃষ্টি, প্রতিপালন ও রক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া যায়।

২। (ক) এই কর্মসূচী অনুসারে বন দপ্তরের স্থানীয় আধিকারিক (এতে তাঁর উত্তরাধিকারী, অধস্তন কর্মচারী এবং নিযুক্তককেও বোঝাবে) তাঁর দ্বারা নির্বাচিত জমিতে প্রকল্পের টাকায় বনসৃজন করার ও তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

(খ) এই কাজ করার জন্য বনাধিকারিক ঐ জমি যে গ্রাম্য পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে আছে সেখানকার ভূমিহীন এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরকে যতদূর সম্ভব কাজে নিয়োগ করবেন।

৩। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ এর বিধিবদ্ধ ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদেশ দিয়েছেন যে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সারিবদ্ধ বনগুলি সৃজন করার পর তৃতীয় বছরে (যথা ১৯৮৪ সালে সৃজিত বনগুলি ১৯৮৬ সালে) অথবা তারপর যত শীঘ্র সম্ভব, যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে ঐ সারিবদ্ধ বনগুলি অবস্থিত সেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বনগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আহরিত বন সম্পদের কিছু অংশ সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা। নিম্নবর্ণিত বিধি-নিয়ম সাপেক্ষে ঐ এলাকার ভারপ্রাপ্ত বন বিভাগের আধিকারিক প্রতিটি হস্তান্তরের জন্য একটি করে আদেশ জারি করবেন।

৪। গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের জ্ঞাতার্থে এবং তাদের কার্য পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত আইন বলে নিম্নলিখিত বিধিনিয়ম জারি করেছেন ঃ

(ক) কোন সারিবদ্ধ বন সৃজন সম্পর্কে বন দপ্তর কর্তৃক অবহিত হওয়ার পর স্থানীয় পঞ্চায়েত লিখিতভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেই সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হবে যে ঃ-

অ) বনটিকে ঠিকমত রক্ষা করা হবে।

আ) কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তিগণ ঐ বনে অনুপ্রবেশ, চুরি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করতে চেষ্টা করলে সে সম্পর্কে বনাধিকারিককে জানানো হবে।

ই) এই সব অনুপ্রবেশ, ক্ষতি, চুরি প্রভৃতি কাজে বাধা দেওয়া হবে।

ঈ) এইসব অপরাধীদের ধরা হবে এবং ধরার কাজে সাহায্য করা হবে।

(খ) সারিবদ্ধ বনের হস্তান্তর এবং হস্তান্তরিত বনের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঃ-

অ) পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি হস্তান্তরের পরে বনের পরিচালন ব্যবস্থা বিশেষ করে তার রক্ষা বিষয়ে এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আহরিত বন সম্পদের বন্টন বিষয়ে পন্থা নির্ধারণ করবেন।

আ) সারিবদ্ধ বনের নিকটস্থ গ্রামগুলির অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া লোকদের মধ্যে কারা

সুফলভোগী হবেন তা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি নির্ধারণ করবেন। এই সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসী ও তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুফলভোগীদের চিহ্নিত করার সময় দেখতে হবে যেন প্রত্যেক প্রাপক মোটামুটি একই সংখ্যক গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পান।

(গ) বন আধিকারিকের দ্বারা এই সব বন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার পর ঃ-

অ) মূল বন সম্পদ কাটার আগে পর্যন্ত গাছের ক্ষতি না করে তা থেকে ডালপালা, গো-খাদ্য এবং মধ্যবর্তীকালীন কেটে দেওয়া গাছগুলি উক্ত চিহ্নিত সুফলভোগীরা পাবেন।

আ) সুফলভোগীরা কেবল বনসম্পদেরই অংশ পাবেন। কিন্তু ঐ জমির উপর তাঁদের কোনো স্বত্ত্ব বর্তাবে না।

ই) হস্তান্তরের পরেও সংশ্লিষ্ট বনাধিকারিক ঐ বনের পরিচালন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। বনের গাছগুলি কাটার যোগ্য হলে বনাধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির পরামর্শে বনজসম্পদ বিক্রির ব্যবস্থা করবেন।

ঈ) বনাধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির সাথে আলোচনা করে উৎপন্ন বনজ দ্রব্যের পূর্বনির্ধারিত অংশ চিহ্নিত সুফলভোগীদেরকে বিনা মূল্যে বা কম মূল্যে বিতরণ করবেন। চারা গাছের দাম বাদে ঐ বন সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়ের সমমূল্যের অর্থ বন দপ্তরে জমা পড়বে এবং নূতন বন সৃজনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হবে।

উ) গ্রাম পঞ্চায়েত দেখবেন যেন সারিবদ্ধ বন রক্ষা এবং পালন করতে গিয়ে কোনো রাস্তা, খাল, সেতু, সাঁকো ইত্যাদির ক্ষতি না করা হয় এবং যানবাহন চলাচলের সুবিধাগুলি বজায় রাখা হয়।

ঊ) সারিবদ্ধ বনের প্রথম সারিতে যে সব ফুলের অথবা ফলের গাছ আছে সেগুলি রক্ষা করতে গ্রাম পঞ্চায়েত যত্নবান হবেন।

ঋ) জনসাধারণের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনবোধে বনবিভাগ বিশেষ কোনো সারিবদ্ধ বন হস্তান্তরিত করতে নাও পারেন এবং পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তরিত কোনো বনভূমি পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন।

৯) ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতি এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদের বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতিগুলি দেখবেন যেন সারিবদ্ধ বনের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ বিধি-নিয়ম অনুসারে সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়।

এ) পূর্বলিখিত শর্ত অনুসারে বন থেকে প্রাপ্ত আয় গ্রাম পঞ্চায়েত একটি পৃথক তহবিলে জমা করবেন। এই খাতে জমা অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় বনাধিকারিকের পরামর্শে স্থানীয় মানুষের কল্যাণের জন্য কেবলমাত্র নতুন বনসৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ করবেন।

ঐ) এই কাজের জন্য বন বিভাগ নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে সব বিবরণ চাইবেন গ্রাম পঞ্চায়েত সেগুলি যথাযথভাবে দেবেন এবং তার অনুলিপি পঞ্চায়েত সমিতি মারফৎ জেলা পরিষদে পাঠাবেন।

ও) সারিবদ্ধ বনের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পঞ্চায়েতকে হস্তান্তরের বিষয়টি কার্যকরী করার জন্য বন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর অথবা পঞ্চায়েতের কোনো সংস্থা নূতন কোনো পদ সৃষ্টি করতে পারবেন না।

সারিবদ্ধ বনের হস্তান্তর সম্পর্কিত সংশোধিত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বন বিভাগ

৭৫৩৪-ফর/ডি/১/৬ এম-৭/৯৩, কলিকাতা - ২রা আগষ্ট, ১৯৯৪

হইতে - বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং পদাধিকারবলে উপসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি - প্রধান মুখ্য বনপাল

পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় - সারিবদ্ধ বনের হস্তান্তর এবং পরিচালন ব্যবস্থা।

সূত্র - তাঁহার পত্রাঙ্ক নং-৩০২/এস এফ ডব্লিউ/২ এম-২২ তাং ১৮/০২/১৯৯৩ ও নং ১৮৫৯/এস এফ ডব্লিউ/২ এম-২২ তাং ২৫/০৭/১৯৯৪।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাইতেছেন যে বনবিভাগের ২২/০৭/১৯৮৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ২৯১৪-ফর এর কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনের ৪র্থ অনুচ্ছেদের ক্রমিক 'গ' এর অন্তর্গত (৪) (৫) (১১) নং ধারার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রমানুসারে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়াছেন।

ধারা (৪) বনাধিকারিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সৃজিত বনে পরিণত গাছ কাটা হবে এবং উক্ত গাছ বিক্রয়ের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত সমিতি করবেন। পঞ্চায়েত সমিতি বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রেই গাছ নিলাম ডাক, অথবা মূল্যবেদন পত্র (Tender) এর মাধ্যমে করতে হবে। উক্ত বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির আহূত সভায় বনাধিকারিককে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। বিক্রয়ের জন্য কূপ/লট তৈয়ারী বনাধিকারিক করিয়া দেবেন।

ধারা (৫) বনাধিকারিকের আনুষ্ঠানিকভাবে দাবী পেশ করার পর এবং অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির উক্ত দাবীর উপর গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি বনসৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা বাবদ সমস্ত খরচ ও কূপ/লট তৈরী করার জন্য সমস্ত খরচ এবং একই জায়গায় পুনরায় বনসৃজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট বনাধিকারিককে ফেরত দেবেন।

ধারা (১০) গ্রাম পঞ্চায়েত আলাদাভাবে হিসাবের খাতায় উপরোক্ত ৪ এবং ৫ ধারার জমা ও খরচ এবং নিলাম/টেন্ডার ডাকের জন্য যাবতীয় আকস্মিক খরচ লিপিবদ্ধ করে জমা ও খরচের অবশিষ্ট নির্ধারণ করবেন।

ধারা (১১) উক্ত হিসাবের খাতায় অবশিষ্ট টাকা নির্বাচিত সুফলভোগীদের মধ্যে সমিতি বন্টন করে দেবেন।

২। সংশ্লিষ্ট মুখ্য বনপাল এবং বিভাগীয় বনাধিকারিকদের উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়ার জন্য জানানো হল।

রাজ্যপালের অনুমত্যানুসারে

স্বাঃ এস. এম. চাকী

সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সারিবদ্ধ হস্তান্তর সম্পর্কিত সংশোধিত আদেশনামা

আদেশনামা নম্বর ২২০৪-ফর/ডি/১/৬ এম-৭/৯৩ তারিখ ১২/০৫/১৯৯৬

বনবিভাগের আদেশনামা নম্বর ৭৫৩৪-বন, তারিখ ০২/০৮/১৯৯৪ এর ক্রমানুসারে রাজ্যপালের অনুমত্যানুসারে আদেশ দেওয়া হইতেছে যে আদেশ নম্বর ২৯১৪-বন, তারিখ ২২/০৭/১৯৮৬ এর ৪(খ) (আ) ধারার বদলে নিম্নলিখিত ধারার সংযোজন করা হইল।

সারিবদ্ধ বনের যথা রাস্তার ধার, ক্যানেল পাড়, নদীর পাড় ইত্যাদি সন্নিহিত সুফলভোগী গ্রাম বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি চিহ্নিত করবেন। সারিবদ্ধ বনের ব্যক্তিগত সুফলভোগী উক্ত সুফলভোগী গ্রামের কার্যনির্বাহী সমিতি দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সুফলভোগী গ্রামের কার্যনির্বাহী সমিতির গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ হইবে।

ক) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অথবা তাঁহার মনোনীত বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতির কোন সদস্য।

খ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অথবা তাঁহার মনোনীত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্য — সদস্য।

গ) সুফলভোগীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি (অনধিক ৬ জন)

ঘ) সংশ্লিষ্ট বন ক্ষেত্র আধিকারিক — সদস্য সম্পাদক

কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যগণ প্রতিটি সভার জন্য পৃথকভাবে সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

কার্যনির্বাহী সমিতি ব্যক্তিগত সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর্থিক অনগ্রসর শ্রেণী, তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দিবেন।

সারিবদ্ধ বনকে মোটামুটি সমসংখ্যক গাছ সহ কয়েকটি অংশে ভাগ করিয়া সুফলভোগীদের (ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য বন্টন করা যাইতে পারে।

যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ সংশ্লিষ্ট মুখ্যবনপাল, বনপাল ও বিভাগীয় বনাধিকারিকদের নিকট জানানো হইল।

হাতি আমাদের জাতীয় সম্পদ, তাকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব

আপনার এলাকায় বুনো হাতি বেরিয়ে পড়লে —

কি করবেন ঃ-

১) বুনো হাতিদের থেকে দূরে থাকুন।

২) রাতে ফসল রক্ষার জন্য চাষের জমির চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখুন।

৩) হাতি তাড়াবার জন্য বন কর্মীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

৪) হাতিদের গতিবিধির উপর নজর রাখুন ও কাছের বনবিভাগের দপ্তরে ও থানায় খবর দিন।

৫) হাতি গ্রামে এলে তাকে আগুন ও পটকার সাহায্যে জঙ্গলের দিকে তাড়াবেন। জনবসতির দিকে তাড়াবেন না।

কি করবেন না ঃ-

১) বুনো হাতি দেখার জন্য জঙ্গলে যাবেন না, তাতে বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

২) বুনো হাতির দলের দিকে ইঁট, পাথর, তীর ইত্যাদি ছুড়বেন না। তারা আহত হলে ক্ষিপ্ত হতে পারে।

৩) ঘরে দেশী মদ রাখবেন না অথবা মত্ত অবস্থায় হাতির কাছে যাবেন না। মদের গন্ধ হাতিদের আকৃষ্ট করে ফলে বিপদ হতে পারে।

৪) বনবিভাগের হাতি তাড়ানো দলের কাজে বাধা দেবেন না। তারা আপনাদের বিপদের ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য কাজ করেন।

৫) হাতি তাড়াবার সময় হাতির চলার পথে জমায়েত হয়ে বাধার সৃষ্টি করবেন না।

আপনার ও আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করুন।

পরিবেশ ভরে উঠুক মুক্ত পাখির কলতানে

-ঃ পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে রাখবেন না ঃ-

* প্রকৃতির সৃষ্টির পাখি অতি সুন্দর শান্ত নিরীহ প্রাণী। এরা মানুষের বিভিন্ন উপকারে আসে।
* পরাগ মিলন ও বীজ ছড়িয়ে গাছের বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
* অপকারী পোকামাকড় ও ইঁদুরের বংশ কমিয়ে ফসল রক্ষা করতে সাহায্য করে।
* পচা নোংরা আবর্জনা এবং গলিত শবদেহ (মরা) খেয়ে প্রকৃতিকে পরিষ্কার রাখে।
* বিভিন্ন ধরনের পাখি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করে।
* কাজেই এই সমস্ত জীবকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।
* কোথাও ভারতীয় তফশিলভূক্ত পাখির ব্যবসা অথবা বন্দী দশা দেখলে আমাদের অথবা নিকটতম থানাতে খবর দিন। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। পাখি ধরা, মারা, ক্রয় এবং বিক্রয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তির ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত জেলা এবং ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

-ঃ পরিবেশ রক্ষায় কচ্ছপের অবদান অপরিসীম ঃ-

* কচ্ছপ মানব সমাজের বিভিন্ন রকম উপকার করে।

* জলাভূমিতে নদী-নালায় পচা, গলা মরা এবং ময়লা জিনিস খেয়ে নদী, খাল-বিলের জল পরিষ্কার রাখে ও জল দূষণ রোধ করে।

* ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও মশা বাড়তে দেয় না এর ফলে বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে না।

* আমাদের সবাইকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সহায়তা করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এদের রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কোথাও কচ্ছপের ব্যবসা দেখলে আমাদের অথবা নিকটতম থানাতে খবর দিন। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। কচ্ছপ ধরা, মারা বা কেনাবেচা করা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দোষীকে আদালত ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারেন এবং তার সাথে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন।

কচ্ছপ বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত প্রাণী

*** কচ্ছপ কেনাবেচা করবেন না ***